ভিডিও গেম থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদে ছুরি হামলা তরুণের

সারে-জমিন

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন তোলার আর্জি

রূপসী বাংলা

সংখ্যালঘুদের 'বঞ্চনা' চলছেই, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই

সম্পাদকীয়

হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লুকিয়ে রাখবেন যেভাবে

টেক স্যাভি

শেষ ম্যাচে জিতেও ডুরান্ড থেকে বিদায় নিল মহামেডান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৪ আগস্ট, ২০২৪
২৯ শ্রাবণ ১৪৩১
৮ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 220 ■ Daily APONZONE ■ 14 August 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

চিকিৎসক খুনে সিবিআই তদন্ত, নির্দেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতকোত্তর ছাত্রীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তভার মঙ্গলবার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আবেদনের শুনানি চলছিল। রাজ্য পুলিশের অধীনে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বেঞ্চ বলেছে: নির্যাতিতার অভিভাবকদের আশঙ্কা, এভাবে তদন্ত চলতে দিলে তা বিপথে পরিচালিত হবে। তাই তারা ব্যতীক্রমধর্মী তদন্তের জন্য প্রার্থনা করেন। আরও একটি উদ্বেগজনক দিক হল একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যখন কোনও অভিযোগ থাকে না তখনই এই জাতীয় মামলা নথিভুক্ত করা হয়। মৃত ব্যক্তি যখন একই হাসপাতালের চিকিৎসক, তখন অধ্যক্ষ কেন অভিযোগ দায়ের করেননি তা বিস্ময়কর। তদন্তে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আরও বলে, প্রশাসন নির্যাতিতা বা তার পরিবারের সঙ্গে ছিল না। অধ্যক্ষ কোনও বিবৃতিও দেননি। তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলে, আমরা ভিকটিমের বাবা-মায়ের প্রার্থনা গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত হবে যে প্রমাণ নষ্ট করা হবে। তাই আমরা সব পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে এবং জনগণের আস্থা জাগাতে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়ে সিবিআই তদন্তে নেমে পড়েছে।

এদিকে, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষানবিশ চিকিৎসক নাইট শিফট শেষ করে কলেজের সেমিনার হলে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তের পর কলকাতা পুলিশ এক 'সিভিক ভলান্টিয়ার'কে গ্রেফতার করেছে, যিনি স্থানীয় পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। এই গ্রেপ্তারিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। আইনজীবী দাবি করেছেন, রাজ্য পুলিশের তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তারা আসল ঘটনাগুলি ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়াসে অভিযুক্তদের বলির পাঁঠা বানানোর চেষ্টা করছে। মৃতের বাবা-মায়ের তরফে সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, তাদের কাছে প্রথমে ফোন আসে যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কলেজে পৌঁছে তাদের জানানো হয়, মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করার সময় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত তাঁর দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি।

যখন ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি তাদেরকে দেখানো হয়, তখন তারা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে আঘাতের ভয়াবহ প্রকৃতির কারণে ঘটনাটি আত্মহত্যা হতে পারে না। প্রবীণ আইনজীবী আর্জি জানান, বিষয়টি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এর কাছে হস্তান্তর করা হোক। কারণ সময়ের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অন্য আবেদনকারীদের আইনজীবী জানান, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ নৈতিক দায়বদ্ধতার কথা বলে ইস্তফা দিলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে অন্য একটি সরকারি কলেজ ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয়। এ ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রম বলে আদালত মন্তব্য করে। আদালত বলে, যদি অধ্যক্ষ নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে পদত্যাগ করে থাকেন, তবে তাকে ১২ ঘন্টার মধ্যে আরেকটি নিয়োগ করার অর্থ তাকে পুরস্কৃত করা। আদালত এ নিয়ে বলে, অধ্যক্ষ সেখানে কর্মরত সকল ডাক্তারের অভিভাবক, তিনি যদি কোন সহানুভূতি না দেখান কে দেখাবে? কোথাও কাজ না করে ঘরে থাকার কথা। এতটাই ক্ষমতাশালী যে সরকারি কৌঁসুলি তার প্রতিনিধিত্ব করছেন? ক্ষুব্ধ ডিভিশন বেঞ্চ এরপর নির্দেশ দেয়, অধ্যক্ষ কাজ করবে না। তাই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার ঘোষনার পর রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, পুলিশকে সি.বি.আই-এর আধিকারিকের কাছে কেস ডায়েরি সহ অন্যান্য রেকর্ড, সিসিটিভি ফুটেজ, বিবৃতি, সমস্ত উপাদান এবং মামলা সম্পর্কিত বিষয়গুলি বুধবার সকাল দশটার মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে। যে সিসিটিভি ফুটেজগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেগুলি অক্ষত অবস্থায় হস্তান্তর করা উচিত। এ ছাড়া সিবিআই কর্তৃক তলব করা যাবতীয় তথ্য রাজ্য পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সরবরাহ করতে হবে। সব শেষে তিন সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানির জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত করে হাইকোর্ট।

প্রথম নজর

২০২৫-এ হজে যাওয়ার অনলাইন আবেদন শুরু

Government of India
Ministry of Minority Affairs
Haj Committee of India
ANNOUNCEMENT FOR HAJ 2025 (Hijri 1446)

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ সালে ভারত থেকে সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়ার আবেদনপত্র চালু করল হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া। হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার সিইইও লিয়াকত আলি আফাকি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, ২০২৫ সারে হজে যাওয়ার জন্য ভারতীয় নাগরিকদের জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র শুরু ১৩ আগস্ট থেকে। আবেদন করার শেষ তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর। হজে যেত ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে কিংবা 'হজ সুবিধা' অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারবেন। তবে, যেসব আবেদনকারীর পাসপোর্টের মেয়াদ ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি অবধি মেয়াদ রয়েছে তারাই কেবল আবেদন করার যোগ্য। হজযাত্রীদের সৌদি যাত্রা শুরু হবে ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে, চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। তবে, হজযাত্রা শেষে ভারতীয় হজ যাত্রীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হবে ১১ জুন থেকে, চলবে ১০ পর্যন্ত।

আদানি ইস্যুতে ২২শে আগস্ট দেশজুড়ে ধর্না কংগ্রেসের

আপনজন ডেস্ক: হিন্ডেনবার্গ অভিযোগ নিয়ে তীব্র বিতর্কের মধ্যে কংগ্রেস মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে তারা সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচের পদত্যাগ এবং আদানি ইস্যুতে যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্তের দাবিতে ২২ আগস্ট দেশব্যাপী আন্দোলন করবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সমস্ত সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য ইউনিট প্রধান ও এআইসিসি রাজ্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে বৈঠক করার পরে এই ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, সেবি ও আদানির মধ্যে আঁতাতের চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হওয়ার পরও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। শেয়ার বাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অর্থ বিপন্ন করা যাবে না। বৈঠকের পরে এক্স-এ একটি পোস্টে খাড়গে বলেন, মোদী সরকারকে অবিলম্বে সেবি চেয়ারপার্সনের পদত্যাগ দাবি করতে হবে এবং এ ব্যাপারে একটি জেপিসি গঠন করতে হবে। বৈঠক নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বেণুগোপাল বলেন, বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সেবি প্রধানের পদত্যাগ এবং আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে ২২ আগস্ট কংগ্রেস দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন করবে।

যোগী রাজ্যের কলেজ জারি করল এবার হিজাবে নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাইয়ের একটি কলেজে হিজাব পরা নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেওয়ার কয়েকদিন পর উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর জেলার একটি কলেজে হিজাব পরা বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেলার কোতোয়ালী দেহাতের মহুয়া জনতা ইন্টার কলেজের এই ঘটনার পর কলেজ ইউনিফর্ম পরা মেয়েদের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, কলেজ ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরা মেয়েরা কলেজ চত্বরের আশেপাশে অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন তারা ক্লাসে যোগ দিচ্ছেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে ওই ছাত্রীদের দাবি, অধ্যক্ষ শিবেন্দ্র পাল সিং তাদের কলেজ থেকে বের করে দিয়েছেন। মেয়েরা অভিযোগ করেন, এমনকি তাদের ওড়না খুলে এবং গলায় আলগা পোশাক পরে তাদের কলেজে আসতে বলা হয়েছিল। তাদের মাথায় ওড়না রাখতে এবং চুল বেঁধে রাখতে বলা হয়েছিল। সভা ঘরে প্রার্থনার পর আমাদের কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আসতে বলা হয়। খবরে বলা হয়, অধ্যক্ষের এই কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। তারা একে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হামলা এবং ধর্মীয় অধিকারের লঙ্ঘন বলে বর্ণনা করেছে। তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানান। মেয়েদের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বিজনৌর পুলিশ ঘটনাটি নজরে আনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজনৌর পুলিশ জানিয়েছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিজনৌর জেলা স্কুল পরিদর্শককে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি সমাধানের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠকের ব্যবস্থাও করার চেষ্টা করে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট মুম্বাই কলেজের হিজার নিষিদ্ধে বিজ্ঞপ্তির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

■ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
■ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
■ ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
■ মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
■ ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
■ ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

ডাক্তার খুনে আইনজীবীদের প্রতিবাদ

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: আর. জি. কর হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার ধর্ষণ ও খুনে প্রকৃত বিচারের দাবিতে 'সারা বাংলা আইনজীবী ঐক্য মঞ্চ' কলকাতা হাইকোর্ট ও আলিপুর কোর্ট ইউনিটের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আইনজীবীদের একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন দুপুর ১ টায় হাইকোর্ট বি গেটের সামনে। অন্যটি হয় সাড়ে ৩ টায় আলিপুর জজ কোর্টের সামনে। প্রচুর আইনজীবীর উপস্থিতিতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলে। উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্ট ও আলিপুর কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীবৃন্দ। সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয় কুমার দাস বলেন ' -"যখনই এমন কোনো নৃশংস ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটবে সমাজে তখনই আইনজীবীরা গর্জে উঠবে। আমার বিশ্বাস এই ঘটনায় সঞ্জয় ছাড়াও একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি থাকতে পারে। অতএব সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।হয়তো আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।"

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে বইছে জল

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির গলিগ্রামের কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে বইছে জল। যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক। খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ এসে জল নিকাশীর ব্যবস্থা করে। ততক্ষণে জ্যাম প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটার পেরিয়ে যায়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী কাজের জন্য রাস্তায় জল জমেছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। তারা জানান, রাস্তার কাজে ফ্লাই অ্যাশ ব্যবহার করছে ঠিকা সংস্থা। সেই ছাই গড়িয়ে রাস্তার গায়ে ড্রেনের মুখগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি রাস্তা খানাখন্দ হয়ে বড়বড় গর্ত হয়ছে। ফলে একটু বেশি জল হলেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর জন্য একদিকে যেমন হয়রানিতে পরছেন যানবহন চালকরা। তেমনি জ্যাম ছাড়াতে নাকাল হতে হচ্ছে পুলিশকে। এদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য গলিগ্রাম গুসকরা মোড়ের আন্ডারপাশের একটি সাইট দেওয়ালে হেল ধরেছে। মোড়ের উত্তর দিকে সাইট রাস্তার থেকে যে দেওয়াল উঠেছে সেখানেই কিছু অংশ ভিতরের দিকে হেলে গেছে।

দীর্ঘদিন অন্ধকারে গ্রাম, বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: প্রায় সপ্তাহখানেক থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্যা দেখা দিয়েছিল বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কলেশ্বর গ্রামে। আর যার যেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ওই এলাকার মানুষ। কেননা বিদ্যুৎ পরিষেবায় সমস্যা থাকার জন্য বাড়িতে বাড়িতে মটরে জল তোলার সমস্যা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় কলেশ্বরের শিব মন্দিরে। সেই মন্দির সহ গ্রাম জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত থাকার জন্য পানীয় জল, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলো সব জিনিস নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল ওই একার মানুষ। তবে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ কলেশ্বর শিব মন্দির এলাকায় কোটাসুর বিদ্যুৎ অফিস থেকে একটি গাড়ি যখন বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পৌঁছায় আর তখনই এলাকার মানুষ সেই গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কলেশ্বর শিব মন্দিরের সামনেই। এলাকার মানুষ দাবি করেন আগে বিদ্যুৎ অফিসের আধিকারিক সেখানে এসে পৌঁছাবে তারপর তারা সেই গাড়ি ছাড়বে। ঠিক তার পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ ধরে কলেশ্বর লোকপাড়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কলেশ্বর এলাকার মানুষ।

তবে বৈকাল চারটে নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় কোটাসুর বিদ্যুৎ অফিসের এক আধিকারিক পাশাপাশি একইভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসন ও ময়ূরেশ্বর দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। আর সেখানে গিয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে বৈকাল ৪:৩০ নাগাত পথ অবরোধ তুলে দেওয়া হয় ও সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা যায় ওই বিদ্যুৎ আধিকারিক।

হাসপাতাল পরিদর্শনে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। মৃত শিশুর পরিবারের তরফে গতকাল লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরই এদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। উল্লেখ্য, গতকাল পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় শিবম শর্মা (৮) নামে এক খুদে পড়ুয়ার। চিকিৎসক সময়মতো না আসার কারণে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলেই অভিযোগ তোলেন মৃত শিশুর পরিবারের লোকেরা। ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিভিন্ন জায়গায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত পড়ুয়ার পরিবারের লোকেরা। এরপরই এদিন বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সুদীপ দাস। যে সমস্ত শিক্ষকরা সময়মত হাসপাতালে আসেন না তাঁদেরকে সময়মতো হাসপাতালে আসবার বিষয় সতর্ক করেন তিনি। পাশাপাশি অভিযুক্ত ওই চিকিৎসকে শোকজ করা হয়েছে বলেই জানাগিয়েছে। এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য

আধিকারিক বলেন, 'শিশুটি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ(ক্রিটিক্যাল) অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।তবে কিছু সমস্যা হয়তো এখানে ছিল। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক! পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যা উঠে আসবে সেই মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।'

চিকিৎসকদের হাসপাতালে দেরি করে আসার প্রসঙ্গে জেলা মুখ্য-স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস জানান, 'একাংশ লোকের জন্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এটা আমরা কোনমতেই হতে দেব না। কারণ হাসপাতালে অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। দুই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি হাসপাতাল সম্পর্কে খারাপ মনোভাব মানুষের মধ্যে পৌঁছবে, এটা আমি কখনো মেনে নেব না একজন স্বাস্থ্য অধিকারী হিসেবে।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন প্রত্যাহারের আর্জি স্বাস্থ্য সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিভিন্ন হাসপাতালে আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার আবেদন জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরুপ নিগম। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, গত ৯ অগস্টখুব খারাপ ঘটনা ঘটেছিল। রাজ্য সরকার শক্ত হাতে বিষয়টা নিয়েছে। প্রথম দিন থেকে কড়া হাতে তদন্ত করছে রাজ্য প্রশাসন। ১২ ঘন্টার মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ কমিশনার তদন্ত করছেন প্রপারলি।

মুখ্যমন্ত্রী অ্যাসিওরেন্স করেছেন যাতে প্রপার তদন্ত হয়। এই ঘটনায় বাজে এফেক্ট পড়েছে রাজ্য জুড়ে সমস্ত হাসপাতালে। আমরা হাসপাতালগুলোকে বলেছি পরিষেবা চালু রাখার জন্য। কারণ সাধারণ মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসে পরিষেবা পাচ্ছেন না। এতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন পড়ুয়া চিকিৎসকেরা এটাই আবেদন স্বাস্থ্য সচিবের। এদিকে মহিলা কমিশনের সদস্যরা মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনে যান। অন্যদিকে, ন্যাশনাল মেডিক্যালে সন্দীপ ঘোষকে অধ্যক্ষ করায় মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনে বসেছেন ন্যাশনাল মেডিকেলের জুনিয়র ডাক্তাররা। ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষের ঘরের সামনে দরজা আটকে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। নতুন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না তারা। তার মধ্যেই ন্যাশনাল মেডিকেলে ডাক্তারদের সাথে কথা বলতে যান রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান এবং বিধায়ক স্বর্ণ কমল সাহা। তাদের সামনে পেয়েই ক্ষোভ উগরে দেন মেডিকেল কলেজের আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা । কেন গিয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে সদ্য বদলি হওয়া অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ১৫ দিনের ছুটি চেয়েছেন স্বাস্থ্য ভবনের কাছে। এদিকে হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষ কে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো উচিত বলে মত প্রকাশ করেছে। হাইকোর্টে কেস ডাই জরুরী ভিত্তিতে তলব করে শুনানি শুরু করেছেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। গোটা দেশে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে পড়ুয়া চিকিৎসকরা। এমারজেন্সি পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে আন্দোলনরত চিকিৎসকরা।

মাখনা চাষে ক্ষতির মুখে কৃষকরা, ন্যায্য দামের দাবিতে বিক্ষোভ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হঠাৎ করে মাখনার দাম কমে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন হাজার হাজার মাখনা চাষি ও ফড়ে। মাখনার ন্যায্য দাম না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কৃষক ও ফড়েরা। মাখনা ব্যবসায়ীরা নিজেদের মুনাফার স্বার্থে দাম কমিয়ে চাষিদের ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ। মাখনার ন্যায্য দাম পাওয়ার দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার মাখনা চাষি ও ফড়েরা সোমবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে,হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লক এলাকায় প্রায় ছয় হাজার একরের বেশি জমিতে এবার মাখনা চাষ হয়েছে। কেউ লিজে জমি নিয়ে ৫০,কেউ ১০০,কেউ আবার ১৫০ বিঘা মাখনা চাষ করেছে। মাখনা তোলার শুরুর দিকে কুইন্টাল প্রতি ত্রিশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দাম পেয়ে চাষি ও ফড়েদের মুখে হাসি ফুটলেও কয়েকদিনের মধ্যে দাম কমে যায়। ১ আগস্ট থেকে হটাৎ করে মাখনার দাম কমতে শুরু করে। একধাক্কায় ৩৫ হাজার থেকে কমে ২০ হাজার হয়ে যায়। এরপর দাম কমতে কমতে এখন ১৫-১৬ হাজার টাকায় ঠেকেছে। মাখনা চাষিরা কেউ ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে মাখনা চাষ করেছে,কেউ আবার স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে মাখনা চাষ করেছে। মাখনা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার কথা ছিল। এখন দাম কমে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। ন্যায্য দাম না পেলে আত্মহত্যা ছাড়া কোন উপায় নেই বলে জানান কৃষকরা। যদিও মাখনা ব্যবসায়ী ললিত আগরওয়াল বলেন, বাজারে মাখনার খয়ের দাম কমে গিয়েছে। ১ হাজার টাকা কেজি থেকে কমে ছয়শত কেজি হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের অত্যধিক পরিমাণে মাখনা চাষ হওয়ায় মাখনার চাহিদাও কমে গিয়েছে। তাই কাচা মাখনার দাম কমে গিয়েছে। এতে অনেক চাষি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি অর্থকরী ফসল হল মাখনা। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে তিন হাজার চাষি মাখনা চাষের সঙ্গে জড়িত। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় ২ হাজার ফড়ি ইউনিট রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের জালালপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা ফড়ে তারিকুল ইসলাম বলেন,আমি স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে ও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে এবছর ৫০ বিঘা মাখনা চাষ করেছি। মাখনা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার কথা আছে। মাখনা ওঠার শুরুর দিকে দাম পেলেও হঠাৎ করে দাম কমিয়ে দিয়েছেন মাখনা ব্যবসায়ীরা। এতে হাজার হাজার চাষি ও ফড়ে ক্ষতির মুখে পড়েছে। আমি কিভাবে লোন পরিশোধ করব তা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। কলহা গ্রামের চাষি নুর ইসলাম বলেন,আমি সুদে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ৪০ বিঘা মাখনা চাষ করেছি। প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এখনো মাখনা তুলতে পারিনি। মাঠে আছে। দাম কমে যাওয়ার ক্ষতির মুখে পড়লাম। কিভাবে এতটাকা পরিশোধ করব তা নিয়ে বড় ভাবনায় পড়ে গিয়েছি। ন্যায্য দাম না পেলে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

জেলা জুড়ে থানায় থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন শ্রমিক সংগঠনের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

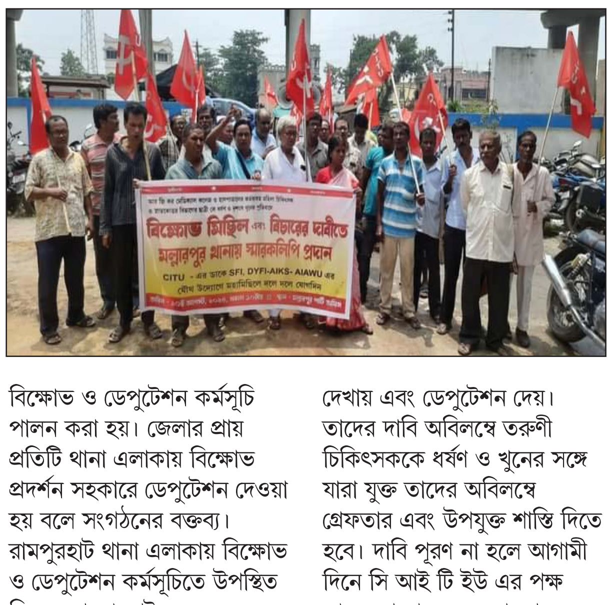

আপনজন: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা পড়ুয়া ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার বীরভূম জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয় সিআইটিইউ এর পক্ষ থেকে। আর জি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ এবং নিন্দায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন, চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক দল গুলিও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল।কোথাও মৌন মিছিল,কালো ব্যাজ পরিধান, কর্মবিরোতি,পথসভা,বিক্ষোভসভা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনের শরীক। অনুরূপ মঙ্গলবার সিপিআইএম এর শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ এর ডাকে রাজ্য ব্যাপী প্রতিটি থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলার প্রায় প্রতিটি থানা এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন সহকারে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলে সংগঠনের বক্তব্য। রামপুরহাট থানা এলাকায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা সিআইটিইউ এর জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক, অমিতাভ সিং প্রমুখ নেতৃত্ব। রামপুরহাট শহর জুড়ে মিছিল পরিক্রমা শেষে রামপুরহাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। তাদের দাবি অবিলম্বে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে সি আই টি ইউ এর পক্ষ থেকে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। এদিন জেলার সিউড়ি, রামপুরহাট, বোলপুর, মল্লারপুর, সদাইপুর, দুবরাজপুর, রাজনগর, মুরারই থানা এলাকার মধ্যেও বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন হয়।

সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: তৃণমূলের জয়জয়কার। এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেল সমবায় সমিতির নির্বাচনে।

উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতে এলাকায় রয়েছে নফরগঞ্জ সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিঃ।মঙ্গলবার সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।মোট সদস্য সংখ্যা ৯। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিকাশ রঞ্জন প্রামানিক , মোহন মণ্ডল,সওকাত মোল্ল্যা,বাসন্তী সরদার,নবেন্দু সরদার ,অলকা গিরি,আব্দুল আলীম মোল্ল্যা,সোমনাথ সোম ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল'রা মনোনয়ন পত্র জমা করেন। অপরদিকে নির্বাচনে বিরোধী শিবির থেকে কোন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল

কংগ্রেসের ৯ জন সদস্য জয়লাভ করে।

সমবায় নির্বাচনে এমন জয় প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতা স্বপন পট্টনায়েক জানিয়েছেন, 'তৃণমূলের উন্নয়নের কাছে বিরোধী শিবির ধরাশায়ী। ফলে তাঁরা প্রার্থী খুঁজে পাননি। যারফলে সমবায় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেননি।এটা মা মাটি মানুষের উন্নয়নের জয়।' অন্যদিকে স্থানীয় অপর এক তৃণমূল নেতা রমেশ চন্দ্র মাঝি জানিয়েছেন, 'বর্তমানে বাসন্তী ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বিরোধীরা ছন্নছাড়া। সমবায় নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জয়লাভ করে।'

সাইকেলে করে জনসংযোগে পুর চেয়ারম্যান

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুরাতন মালদহ পুরসভার চেয়ারম্যান কাত্তিক ঘোষ সাইকেলে করে জনসংযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। এ পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ে তিনি সচেতন করেন। তিনি একাধিক ওয়ার্ড ঘুরে বেড়ান। পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নির্দেশ মেনে।সাইকেল চেপে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কাতিক ঘোষ। যার অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার তিনি সাইকেল চালিয়ে ঘুরলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড সহ জনবহুল এলাকা। প্রতিটি এলাকায় সাইকেলে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিলেন সাধারণ মানুষকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডোমকল থানার পুলিশ সোমবার রাতে গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ডোমকলের চক অম্বরপুর এলাকায় পুলিশি অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত দুষ্কৃতি আহাসান শেখ ওরফে ভুদেবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভুদেবকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশী বন্দুক এবং একটি কার্তুজ। মঙ্গলবার সকালে ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হয় পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কি কারণে অবৈধ ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র কাছে মজুত রেখেছিল।

ইন্দাসে 'স্কুল ছুট' রুখতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী', 'সবুজ সাথী'র মতো প্রকল্প । তার পরেও ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি অনিয়মিত। এই অবস্থায় 'ড্রপ আউট' বা 'স্কুল ছুট' রুখতে অভিনব উদ্যোগ ইন্দাস ব্লকের গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবন কর্তৃপক্ষের। দিনভর ওই স্কুলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য সহ শিক্ষকরা। 'কেন স্কুলে যায়নি' অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়ার পাশাপাশি ফের নতুন করে পড়াশুনা শুরু করার ব্যাপারেও উৎসাহিত করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, করোনা পরবর্ত্তী সময় থেকে বিগত কয়েক বছর ধরেই সরকারি পোষিত স্কুল গুলিতে 'ড্রপ আউটে'র সংখ্যা বাড়ছে। মূলত পারিবারিক অর্থ নৈতিক কারণে অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে অর্থোপার্জনের রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মান্দ বিদ্যাভবন

কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলেই অনেকে জানিয়েছেন।

'স্কুল ছুট' এক ছাত্রের কথায়, 'বাবা অসুস্থ, ফলে পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিতে হয়েছে'।

মীনা বেগম নামে এক অভিভাবক বলেন, ছেলে গত বছর থেকে স্কুলে যায়নি। শিক্ষক মহাশয়েরা বাড়িতে এসেছিলেন। পড়াশুনার পাশাপাশি যে সমস্ত সরকারী সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা তাদের জানিয়েছেন বলে তিনি জানান।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনিমেষ সেনগুপ্ত বলেন, শিক্ষা অধিকারের পর্যায়ের পড়ে, দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে সেকথাই বুঝিয়েছি তাদের। ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক প্রত্যেকের কাছ থেকেই বেশ ভালো সাড়া মিলেছে বলে তিনি জানান।

চিকিৎসক খুনে প্রতিবাদ মিছিল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আরজিকরে মহিলা চিকিৎসক কে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন সহ নানান কর্মসূচি পালন করে চলেছে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।সেরূপ মঙ্গলবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চত্বরে প্রতিবাদ মিছিল করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা।পাশাপাশি ক্যানিংয়েতে এক প্রতিবাদ মিছিল করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি আরজিকর মেডিকেল কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে ও অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দিতে হবে। নইলে আগামী দিন বৃহত্তম আন্দোলনের নাম। উক্ত ঘটনায় একজন জড়িত হতে পারে না। আরো অন্য কেউ আছে তাদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের মাথাকে ধরার ব্যবস্থা করা।রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে একাজে একজন নয় আরো কোনো মাথা জড়িয়ে আছে।

গণস্বাক্ষর অভিযান ও বিক্ষোভ কৃষক ঐক্য মঞ্চের

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ও ২ ব্লক কৃষক ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে মেমারি থানার শঙ্করপুর বাজারে গণস্বাক্ষর অভিযান ও বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়।

এই সমাবেশ থেকে চাষীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশনের কপি পাঠানোর উদ্দেশ্যেই আজকের বিক্ষোভ সমাবেশ বলে জানান কৃষক ঐক্য মঞ্চের সভাপতি উৎপল রায়। তাদের দাবি অবিলম্বে অন্য রাজ্যে আলু পাঠাতে বর্ডার খুলে দিতে হবে এবং পুলিশ মন্ত্রীর কাছে আবেদন বর্ডারে গাড়ি প্রতি ৩০-৪০ হাজার টাকা নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ টাকা কার পকেটে যাচ্ছে তদন্ত করা হোক এবং যারা টাকা দিতে রাজি হচ্ছে না তাদের গাড়ি সারি সারি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের দাবি আলুর মূল্য নিয়ন্ত্রণের নামে যেভাবে আলু চাষীদের ক্ষতির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাতে করে আগামীদিনে আখ চাষের মত আলু চাষও বাংলা থেকে উধাও হয়ে যাবে।

প্রথম নজর

অসহনীয় গরমে ২০২৩ সালে ইউরোপে ৪৭ হাজার মানুষের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপে ভয়াবহ তাপপ্রবাহে গত বছর ৪৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। সোমবার প্রকাশিত বার্সেলোনা ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথ (আইএস গ্লোবাল) এর একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণের দেশগুলোতে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ইউরোপীয়রা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে আক্রান্ত হয়েছে। তীব্র তাপ থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে দেশগুলো।
স্প্যানিশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তীব্রতাপে ২০২৩ সালে মৃতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তবে গত ২০ বছরে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার সঙ্গে মানুষকে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রস্তুতি বা সর্তকতা না নিলে এই মৃত্যু ৮০ শতাংশ বেশি হতো। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি।
গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, বর্তমান শতাব্দীতে তীব্র তাপমাত্রার সঙ্গে সামাজিক অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে ঘটেছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রীষ্মের তীব্র তাপ-সম্পর্কিত দুর্বলতা এবং মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, স্পেনের ওই প্রতিষ্ঠানটির গবেষকরা ইউরোপের ৩৫টি দেশের তাপমাত্রার রেকর্ড ও মৃত্যুর রেকর্ড ব্যবহার করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। তাদের হিসাবে বের হয়ে এসেছে, উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণে ৪৭ হাজার ৬৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী তাপজনিত কারণে গ্রিস, বুলগেরিয়া, ইতালি ও স্পেনে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশি।

ইসরায়েলকে বাঁচাতে তুরস্কের দ্বারস্থ হল যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের চলমান চরম উত্তেজনা কমাতে এই বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুরস্ককে রাজি করাতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। তুরস্কে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই কথা জানিয়েছেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কমাতে ইরানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে এমন মিত্রদের সাথে আলাপ করছে যুক্তরাষ্ট্র। তুরস্কে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই কথা বলেছেন।
মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেফ ফ্লেক বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কমাতে ইরানের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন আমাদের সব মিত্রকে বলেছি। এদের মধ্যে তুরস্কও রয়েছে। তিনি বলেন, এই যুদ্ধ যেন আর না ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতেই চেষ্টা করা হচ্ছে।
গত ৩১ জুলাই ইরানের রাজধানী তেহরানে এক গুপ্ত হামলায় হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া নিহত হন। এই হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে কড়া জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। হিজবুল্লাহ ও হামাস সেই প্রতিশোধ হামলা অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
এরপর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। নতুন করে বড় ধরনের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে পশ্চিমারা। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি জোরদার করে চলেছে মার্কিন বাহিনী। সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলও সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া ইরান ও এর মিত্রদের হামলা থেকে বিরত রাখতে কূটনৈতিকভাবেও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা।

ভিডিও গেম থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদে ছুরি হামলা তরুণের, আহত ৫

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি মসজিদে ছুরি হামলার ঘটনায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।
সোমবার (১২ আগস্ট) এক তরুণ মসজিদে প্রবেশ করে এই হামলা চালায় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। এ ঘটনায় ওই তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইয়ারলিকেয়া বলেন, এ ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। তবে মসজিদে ছুরিকাঘাতের হামলা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। এদিকে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ভিডিও গেম থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওই তরুণ এমন কাণ্ড করেছে।
এস্কিসেহির গভর্নর অফিস জানিয়েছে, হামলাকারী হেলমেট এবং বুলেট প্রুফ ভেস্ট পড়ে মসিজদের চা বাগানে প্রবেশ করে হামলা চালায়। পরে পুলিশ তাকে ধাওয়া দিয়ে গ্রেফতার করে।
স্থানীয় মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, নব্য নাৎসিবাদের অনুসারী ১৮ বছর বয়সী ওই তরুণের নাম আরডা কে। মুসল্লিদের ওপর হামলা করার সময় সে তা এক্স হ্যান্ডেলে লাইভ করে।
রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছুরিকাঘাতে আহত পাঁচ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা গুরুত্বর। অন্য সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ছুরিকাঘাতে সাতজন আহত হয়েছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকার জন্য স্থায়ী আসনের দাবি

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সেকেলে কাঠামো সংস্কার এবং আফ্রিকার জন্য একটি স্থায়ী আসন বরাদ্দ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেন, এই মহাদেশের এক বিলিয়নেরও (১০০ কোটি) বেশি মানুষের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের অভাব মেনে নেয়া যায় না।
সোমবার (১২ আগস্ট) একটি উচ্চ পর্যায়ের বিতর্ক চলাকালীন পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে এই আহ্বান জানা তিনি।
আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, বিশ্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, ‘আমরা মেনে নিতে পারি না, বিশ্বের প্রভাবশালী শান্তি ও নিরাপত্তা সংস্থায় একটি বিশাল মহাদেশের জন্য স্থায়ী কণ্ঠস্বর নেই। আফ্রিকা ও বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের মতামতকে অবমূল্যায়ন করার বিষয়টিও আমরা মেনে নিতে পারি না।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট। এদের মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য এবং বাকি ১০টি অস্থায়ী সদস্য। ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন এই পাঁচ স্থায়ী সদস্য দেশ হলো–চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
বাকি ১০টি অস্থায়ী আসন আঞ্চলিকভাবে ভাগ করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য তিনটি; এশিয়া-প্যাসিফিক, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের জন্য দুটি করে এবং পূর্ব ইউরোপের জন্য একটি বরাদ্দ দেয়া।
গত মে মাসে বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আফ্রিকান দেশগুলোর ভূমিকা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডেনিস ফ্রান্সিস বিতর্কে বলেন যে, আফ্রিকার নিরাপত্তা পরিষদে স্পষ্টতই কম প্রতিনিধিত্ব থাকা একটি ভুল, যা ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তির নীতির বিরুদ্ধে যায়। জাতিসংঘকে বর্তমান বিশ্বের প্রতিফলন করতে হবে, ৮০ বছর আগের বিশ্বের নয়।
সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস মাডা বায়ো আফ্রিকার জন্য দুটি স্থায়ী আসন এবং আরো দুটি অস্থায়ী আসন দাবি করেছেন। তিনি বলেন, আফ্রিকান ইউনিয়ন আফ্রিকার স্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন করবে। আফ্রিকা ভেটো ক্ষমতা বিলুপ্ত করতে চায়। তবে, যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি ভেটো ক্ষমতা বজায় রাখতে চায়, তাহলে এটি নতুন স্থায়ী সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে হবে।

বাংলাদেশের রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, বিভেদ সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য।

‘ভয়ংকর’ হামলার প্রস্তুতি ইরানের, আতঙ্কে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া হত্যার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধমূলক হামলা চালানোর জন্য হুমকি দিয়েছে ইরান। ধারণা করা হচ্ছে, হানিয়া হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলে ভয়ংকর হামলা চালাতে পারে ইরান, যা মধ্যপ্রাচ্যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। হামলার আশঙ্কায় চরম আতঙ্কে আছে ইসরায়েল।
ইহুদিবাদী দেশটির প্রতিরক্ষমন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত এক ফোনালাপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনকে বলেছেন, ইরান ইসরায়েলে বড় ধরনের সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদক বারাক রাভিদ ওই কল সম্পর্কে জানেন এমন এক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এক্সে এ কথা জানিয়েছেন।
সোমবার এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সম্প্রতি ওই ফোনালাপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এতে বলা হয়, গ্যালান্ত ও অস্টিন ইরানের হামলার হুমকির মুখে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এবং আভিযানিক ও কৌশলগত সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ার মধ্যে ইসরায়েলের সুরক্ষায় এরই মধ্যে সেখানে গাইডেড মিসাইল সাবমেরিন পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়ড অস্টিন জানিয়েছেন, একটি বিমানবাহী রণতরীও ওই অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেছে এবং দ্রুতই সেটি গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

আমিরকার শিক্ষা বিভাগ বিলুপ্ত করা উচিত: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ বন্ধ করে দেবেন বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। শিক্ষার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যগুলোকে দিতে চান তিনি। মঙ্গলবার শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ট্রাম্পের মতে, শিক্ষা বিভাগ বিলুপ্ত হলে খরচ অর্ধেক কমবে এবং শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে মাস্ক ও ট্রাম্পের সাক্ষাৎকারটি প্রচার হয়।
এ সময় তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ী হয়ে আমার প্রথম কাজই হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ বিলুপ্ত করে দেওয়া। এরপর শিক্ষার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যগুলোকে দেব।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প তার ডেমোক্র্যাটিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসেরও কড়া সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, কমলার রানিং মেট টিম ওয়ালজ এমন একটি আইনে স্বাক্ষর করেছেন, যা বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেদের শৌচাগারে স্যানিটারি ন্যাপকিন সহজলভ্য করার অনুমোদন দিয়েছে। তবে এই আইনটি আসলে ছেলেদের বা মেয়েদের শৌচাগারের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়, বরং বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য এই পণ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা দিয়েছে।
ট্রাম্প আরো বলেন, রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ চালিয়েছে বাইডেনের প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে। তিনি দাবি করেন, পুতিন তাকে সম্মান করেন এবং তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, যা এই আক্রমণ ঠেকাতে সহায়ক ছিল। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়েও কথা বলেন এবং মাস্কের টেসলা প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির প্রশংসা করেন। যদিও পূর্বে ট্রাম্প বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করার বিপক্ষে ছিলেন। তবে মাস্কের সমর্থন পাওয়ার পর তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইয়েমেনে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার অফিস দখল করেছে হাউছি

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের রাজধানী সানায় জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কার্যালয়ে ঢুকে নথিপত্র, আসবাবপত্র ও যানবাহন জব্দ করেছে হাউছি বিদ্রোহীরা।
মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) জাতিসঙ্ঘের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।
জাতিসংঘ, ত্রাণ সংস্থা ও বিদেশী দূতাবাসে কর্মরতদের বিরুদ্ধে হাউছিদের দমনপীড়নের সর্বশেষ পদক্ষেপ এটি। গাজা উপত্যকায় ইসরাইল-হামাস যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লোহিত সাগরের করিডোরজুড়ে ইরান-সমর্থিত এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী জাহাজ চলাচলকে লক্ষ্যবস্তু করার মাঝেই এ অভিযান চালানো হলো।
জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার-বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক এক বিবৃতিতে বলেন, ইয়েমেনে (জাতিসঙ্ঘের) কর্মীদের নথি, আসবাবপত্র ও যানবাহনসহ সব জিনিসপত্র হস্তান্তর করতে বাধ্য করার পর বিদ্রোহীরা গত ৩ আগস্ট সানায় জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কার্যালয় প্রাঙ্গণ দখল করে।
হাউছিদের প্রাতিষ্ঠানিক নাম উল্লেখ করে তুর্ক বলেন, ‘আনসার আল্লাহ বাহিনীকে অবশ্যই (জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কার্যালয়) প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে অবিলম্বে সব সম্পদ ও মালামাল ফেরত দিতে হবে।’
এ বিষয়ে জানতে হাউছিদের একজন মুখপাত্রের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এমনকি মেসেজ দেয়া হলে তারও উত্তর দেননি তিনি।
জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার দফতর জানিয়েছে, গত জুন মাসের অভিযানের পর সানা ও হাউছি নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য ইয়েমেনি এলাকায় জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার অফিসের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের অংশে এখনও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ২০১৪ সাল থেকে হাউছিরা সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থনে ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের সাথে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তারা দেশটির রাজধানী সানা ও উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নেয়। ইয়েমেনে যুদ্ধে সৈনিক ও বেসামরিক নাগরিকসহ দেড় লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় তৈরি করেছে। যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীরা হাজার হাজার মানুষকে বন্দি করে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তারা দেশটির ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন জোরদার করেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ৪৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৮	৫.১৩
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৬	
মাগরিব	৬.১৫	
এশা	৭.২৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

তেল আবিবে হামাসের রকেট হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের রাজধানী তেল আবিবে রকেট হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। দলটির সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেড এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে। আল কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছে, সম্প্রতি গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরাইল। এ সময় তারা অনেক ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতও করেছিল। এর প্রতিশোধ হিসেবে ওই হামলা চালানো হয়। হামলায় ব্যবহৃত রকেট এম-৯০ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এর রেঞ্জ ছিল ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

গ্রিসে ভয়াবহ দাবানল, ৮০ ফুট উচ্চতায় উঠেছে আগুনের শিখা

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে গ্রিস। দেশটির রাজধানী এথেন্সের উত্তরাঞ্চলীয় ভারনাভাস গ্রামের ৩৫ কিলোমিটারজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে আগুনের শিখা ৮০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় উঠেছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ফলে সেখানকার ঘরবাড়ি ও গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি সূত্র জানিয়েছে, সোমবার উত্তর এথেন্সের ভ্রিলিসিয়া শহরের একটি দোকানের ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। সেটি এক নারীর বলে ধারণা করা হচ্ছে। দাবানলের কারণে বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল হুমকির মধ্যে থাকায় হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত আগুন অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিসের মুখপাত্র ভ্যাসিলিওস ভাথ্রাকোগিয়ানিস বলেন, উত্তর-পূর্ব অ্যাটিকা অঞ্চলে অনেকগুলো ‘সক্রিয় হটস্পট’ ছিল। তবে মঙ্গলবার এই অবস্থার উন্নতি হবে বলে কিছু লক্ষণ দেখা গেছে। গ্রিস সবেমাত্র উষ্ণতম জুন এবং জুলাই অনুভব করেছে। আগুন নেভাতে সাত শ’র বেশি অগ্নিনির্বাপক কর্মী, ১৯৯টি ফায়ার ইঞ্জিন এবং ৩৫টি ওয়াটারবোম্বিং এয়ারক্রাফ্ট কাজ করছে, যা প্রথম রোববার বিকেলে এথেন্স থেকে ৩৫ কিমি উত্তরে শুরু হয়েছিল।

ইসরায়েলে হামলা না চালাতে ইরানের প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে হামলা না চালাতে ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার। এক ফোন কলে তিনি এ আহ্বান জানান। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি ভুল হিসাব নিকাশ ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এজন্য শান্ত ও সচেতন থাকার সময় এখনই। ২০২১ সালের মার্চে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং হাসান রুহানির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। এরপর এই প্রথম যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের প্রেসিডেন্ট সঙ্গে আবার ফোন কলে কথা হলো। তাদের মধ্যে দীর্ঘ ৩০ মিনিট আলাপ হয়।
এদিকে এক যৌত বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানি ইসরায়েলে হামলার হুমকি বন্ধে ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে এই চার দেশের নেতারা ইরানের হামলার বিপরীতে ইসরায়েলে প্রতিরক্ষা সুবিধা এবং ইরান সমর্থিত বিভিন্ন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ওপর হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে। সম্প্রতি হামাসের প্রধান এবং হিজবুল্লাহর একজন সিনিয়র নেতা নিহতের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২২০ সংখ্যা, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩১, ৮ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

জলবায়ু সংকট

আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর হিসাবে পরিচিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাঁকজমকপূর্ণ শহর দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিলাসবহুল এই শহরটি নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল। দুবাইয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় যেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা সাধারণত দেড় বছরের বৃষ্টিপাতের সমান। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দুবাইয়ের রাস্তার গাড়ি, বিমানবন্দরের বিমান বানের পানিতে ভাসিতেছিল। মরুভূমির শহরে হঠাৎ এত বৃষ্টি শুধু দুবাইয়ের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয় নাই, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হইয়াছিল, আটকাইয়া গিয়াছিল হাজার হাজার পর্যটক। দুবাইয়ের এই সমস্যা শুধু নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতই নহে, মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়াছিল বহুগুণে, কারণ মরুর শহর দুবাই বালুঝড়ের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু দুবাই নহে, প্রকৃতির অচেনা রূপ দেখিতে শুরু করিয়াছে সারা বিশ্ব। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রকৃতির এমন খামখেয়ালি আচরণ মোকাবিলা করিবার জন্য আমরা নিজেদের কতখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি? তাহার চাইতেও বড় কথা, আমরা কি জানি কখন কী রকম অভাবনীয় দুর্যোগময় আচরণ করিবে প্রকৃতি?

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯২ সালে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) যাত্রার মাধ্যমে। ইহার পর অগণিত বৈঠক হইয়াছে, স্বাক্ষরিত হইয়াছে বিভিন্ন চুক্তিপত্র। গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমনে লিমিট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের ধরিত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বৈরী আচরণ নিয়ন্ত্রণে আমরা সফলতার মুখ দেখিতে ব্যর্থ হইয়াছি। এই মুহূর্তে আমাদের কর্মফলের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতা শক্তিশালী করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করিতে বিশ্বের ধনী দেশগুলি ১০০ বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু তহবিল গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যদিও, প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল আজও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বিশ্বকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে একে-অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা শোভন নহে। ব্লেইম-গেম কখনো সমাধান দেয় না। বরং যাহার যাহার অবস্থান হইতে সক্ষমতা অনুযায়ী এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইবে।

গত সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহার বক্তৃতায় উন্নত দেশগুলিকে যুদ্ধের পিছনে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার জন্য জলবায়ু তহবিলে জমা করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। যে কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রাণিকুল ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধ নহে, বরং আমাদের ধরিত্রী সংরক্ষণে ব্যয় করা শ্রেয়—এই কথা ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। বিশ্বের সকল সচেতন মহলের ধারণা—ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করোনা মহামারির চাইতে জলবায়ু পরিবর্তন আরো ভয়ংকর প্রভাব ফেলিবে। ইহা হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নাই। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। ইহার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করিতে বিশ্বের সকল দেশকে একসঙ্গে কাজ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের সমস্যা হইলেও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলি ইহার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করিতেছে সবচাইতে বেশি। তাই জলবায়ু সংকট দূরীকরণে দরিদ্র দেশগুলির উন্নত বিশ্বের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুবাই আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে, অকস্মাৎ ও অচিন্তনীয় দুর্যোগ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যখন-তখন ঘটিতে পারে। দুবাইয়ের ঘটনা হইতে আমাদেরও শিক্ষা লইতে হইবে।

সংখ্যালঘুদের ‘বঞ্চনা’ চলছেই, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই সমাজ

রাজ্য রাজনীতিতে মুসলমানদেরা নির্ণায়ক হলেও তারা ক্ষমতা এবং উন্নয়নের আড়ালে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে বারবার। পশ্চিমবঙ্গের মোট ভোটারের প্রায় ৩১ শতাংশ মুসলমান। সংবিধান ধর্মকে কোন ভাবে প্রাধান্য দেয় না। কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে সহজেই অনুমেয় সরকার পরিচালনায় তফশিলি, দলিত বা সংখ্যালঘুরা ব্রাত্য, সবার উপর উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ সমাজেরই কর্তৃত্বই সত্য। তা নিয়ে লিখেছেন **ড.মুহাম্মদ ইসমাইল**

রাজ্য রাজনীতিতে মুসলমানদেরা নির্ণায়ক হলেও তারা ক্ষমতা এবং উন্নয়নের আড়ালে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে বারবার। পশ্চিমবঙ্গের মোট ভোটারের প্রায় ৩১ শতাংশ মুসলমান। সংবিধান ধর্মকে কোন ভাবে প্রাধান্য দেয় না। কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে সহজেই অনুমেয় সরকার পরিচালনায় তফশিলি, দলিত বা সংখ্যালঘুরা ব্রাত্য, সবার উপর উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ সমাজেরই কর্তৃত্বই সত্য তাই ভারতীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে আমলা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উচ্চ পদের ৮০ শতাংশের বেশি এককভাবে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের দখলে। যদিও জনসংখ্যার নিরিখে ৪ শতাংশের কাছাকাছি ব্রাহ্মণ। মূলত তাদের সান্নিধ্য লাভ ও অনুগ্রহে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জাতির লোকেরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে বাঙালি মুসলমানেরা পিছিয়ে রয়েছে। জনসংখ্যা ও ভোটের শতাংশের বিচারে এককভাবে বিভাজনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে উল্লেখযোগ্য স্থানে থাকার কথা বঙ্গ মুসলমানদের। যদিও বরাবর মুসলমানদের ভোট বিজেপি বিরোধী ও একত্রিত। বাম জমানায় মুসলমানেরা ছিল বামফ্রন্ট সরকারের ভোটার। কিন্তু ২০১১ সালের পর বাংলায় মুসলমানেরা বামফ্রন্টকে প্রত্যাখ্যান করে তৃণমূল কংগ্রেসে একত্রিত হন। বর্তমানে ৩১ শতাংশ মুসলমান ভোটের মধ্যে ২৮ শতাংশ ভোট তৃণমূলের দখলে। বাকি শতাংশ কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের দখলে। তবে বর্তমানে বিজেপি রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ৪৫.৭৬ শতাংশ তার মধ্যে মুসলমানদের ভোট ২৮ শতাংশের বেশি। ভোটের শতাংশ বিচার করলে ৬৫ শতাংশের বেশি তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট মুসলমানদের এবং ৩৫ শতাংশ ভোট হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের। তা সত্ত্বেও তৃণমূল কেন মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন থেকে কর্মসংস্থান নিয়ে বিচলিত নয়,তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। যদিও একদল মানুষ মুসলমানদের নানাভাবে দায়ী করছেন এবং গুরুত্ব না দেওয়ার পেছনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে দায়ী করছেন। যদিও তা হয়,তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মুসলমানদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের ৬৫% ভোট মুসলমানদের। অথচ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিধায়কের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের বিচারে ও নির্বাচনে জয়লাভের বিচারে মুসলমান বিধায়কের সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১২০জনের বেশি এবং সাংসদের সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১৮ জনের মত। যদিও লোকসভায় তৃণমূল সাংসদের সংখ্যা মাত্র ৫ জন এবং বিধায়ক সংখ্যা ৪২ জন। এছাড়া বিধানসভা অনুযায়ী ভোটের শতাংশ বিচার করলে বিধায়ক সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৯০ জনের কাছাকাছি কিন্তু রয়েছে অর্ধেকের থেকেও অনেক কম।তা নিয়ে মুসলমান সমাজের মাথা ব্যথা নয়। রাজনীতির আঙিনায় যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া রয়েছেন তাদের পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয় এবং এইসব নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আর কোন কারণেই মুসলমানদের অধিকার ও ন্যায্য পাওনা নিয়ে প্রশ্ন তুললে পার্টির পদ হারানোর সম্ভাবনা প্রবল। কিছুদিন পূর্বে ডেবরার বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন বাবু মুসলমান মহিলাদের লক্ষ্মী ভান্ডারে কম টাকা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে এক পেশে হয়ে গেছেন। কিন্তু মজার বিষয় হুমায়ুন কবিরের খোঁচা দেওয়ার পর বিধায়কের পার্টিতে গুরুত্ব কমলেও মুসলিম সমাজের মহিলাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সমান হয়নি কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ বিধায়ক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে দলের চক্ষুশীল হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের নারীরাও উপকৃত হয়েছেন তাদের কথা বিধানসভায় তুলে ধরার কারণে। যদিও পরবর্তী সময়ে দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে নানা মহলে। তবে দুর্ভাগ্য, তার বঞ্চনা ও

কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের ৬৫% ভোট মুসলমানদের। অথচ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিধায়কের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের বিচারে ও নির্বাচনে জয়লাভের বিচারে মুসলমান বিধায়কের সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১২০জনের বেশি এবং সাংসদের সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১৮ জনের মত। যদিও লোকসভায় তৃণমূল সাংসদের সংখ্যা মাত্র ৫ জন এবং বিধায়ক সংখ্যা ৪২ জন। এছাড়া বিধানসভা অনুযায়ী ভোটের শতাংশ বিচার করলে বিধায়ক সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৯০ জনের কাছাকাছি কিন্তু রয়েছে অর্ধেকের থেকেও অনেক কম।তা নিয়ে মুসলমান সমাজের মাথা ব্যথা নয়।

অপদস্থ হওয়ার জন্য কোন বিধায়ক ও সংগঠনকে সমর্থন করতে দেখা যায়নি। পদ হারানোর ভয়ে একাধিক বিধায়ক সংখ্যালঘু সমাজের ভোটে নির্বাচিত হলেও তাদের নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় কোনোদিন প্রশ্ন ও দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হতে দেখা যায়নি। কারণ কি? মুসলমানেরা মুসলমান বিধায়ক নির্বাচন করলেও তাদের উন্নয়ন ও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়না উচ্চ পদস্থ নেতাদের নির্দেশে।তারা নির্বাচনে জেতার পর নিশ্চুপ, এলাকার ও সমাজের উন্নয়ন নিয়ে। । তাদের সমস্যা এবং এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কথা না বলা বিধায়কদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। অপরপক্ষে এলাকা ও জাতির উন্নয়নের কান্ডারীদের সামনে নিয়ে আসতে হবে দলমত বিচার না করে। রাজ্যজুড়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,মুসলমান অধ্যুষিত জেলা ও বিধানসভা গুলো উন্নয়ন থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। অথচ পাশাপাশি অন্য বিধানসভা গুলো উন্নয়ন ও নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে নির্ভরশীল সেই সমস্ত বিধানসভা গুলোর উপর। কারণ সরকারি প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে অফিস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়,স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসংস্থান। অথচ পাশাপাশি মুসলমান অধ্যুষিত বিধানসভা গুলোতে নেই রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, কলেজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে নানা কিছু। তা নিয়ে সংখ্যালঘু বিধায়করা কোনোদিন বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেননি কেন তাদের নির্বাচন ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে না? শুধু তাই নয়, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার সদস্যদের দেখলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে বাঙালি মুসলমানদের কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হয়নি। ৪০ শতাংশ ভোটের মালিকেরা যদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী সভা পায় তবে ৬৫% ভোটের জনপ্রতিনিধিরা কেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী সভার সদস্য হবে না। কেন দিনের পর দিন বিধায়কেরা বঞ্চনার শিকার? শুধু তাই নয়,কেন রাজ্যজুড়ে নানা সরকারি পদে তফশিলি বা দলিত নয়ব্রাহ্মণদের বসানো হয়? অথচ ৬৫ শতাংশ প্রাপ্ত ভোটের মালিকদের শুধু কয়েকটা সংখ্যালঘু দপ্তর ছাড়া তেমনভাবে পদ দেওয়া হয় না। এতকিছু দেখার পর মুসলমান বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা তেমনভবে সরব হচ্ছেন না। এই রাজ্যে বহু নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত সংখ্যালঘু জনসাধারণ। বহু সংখ্যালঘু নেতা নানা সময়ে সংগঠন জোরদতার করলেও পরে তা থেকে সরে এসে প্রায় নিষ্প্রভ হয়েছেন। তাদের সেই আগের মতো প্রতিবাদী মনোভাব অনেক কমে গেছে। ফলে সাধারণ মুসলমান সমাজে তেমন আর দাগ কাটতে পারছে না। আজ সিংহভাগ ভোট একত্রিত হলেও মুসলমান সমাজে লিডারশিপের অভাবে তাদের উন্নয়ন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধির সংখ্যা নগণ্য ও নানাভাবে বঞ্চিত। শুধু তাই নয় সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত, ক্ষমতার জোরে দমানো হচ্ছে মেধাকে, সুযোগ্য পদ থেকে সরানো হচ্ছে ও নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পাহাড় প্রতিম বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। তার জন্য মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও শতাংশের বিচারে রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ পদের বণ্টন, একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদের খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে সারাজীবন ভোটব্যাংক হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ব্যবহার করবে। মনে রাখতে হবে কোন রাজনৈতিক দলের গোলামি না করে দেশের উন্নয়নে সমাজে অসমতা দূরীকরণে রাজনৈতিকগত ভাবে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। দেশ সবার, ক্ষমতার শিখরে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করতে হবে পিছিয়ে পড়া সকল সম্প্রদায় ও জনজাতির জন্য। পশ্চিমবঙ্গের ৩৬ টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে কজন সংখ্যালঘু উপাচার্য নিয়োগ করা হবে তার হিসাব রাখতে হবে? একাধিক উপযুক্ত সংখ্যালঘু অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও তাদের মনোনয়ন হয় না কেন, তা নিয়ে বিধানসভা ও সংসদে প্রশ্ন তোলা উচিত প্রকৃত মুসলিম জনপ্রতিনিধিদের। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ন্যায্য অধিকার ও দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই ও প্রশ্ন করা অপরাধ নয়। অসমতা সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদের বীজ বপনকারী সংগঠন ও মানুষগুলোকে দূর করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে ধর্ম বিচারের বাইরে গিয়ে যদি শিক্ষা থেকে উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে সরকার উদারতা দেখানো সম্ভব হয় তবেই সংখ্যালঘু সমাজের প্রকৃত উন্নত সম্ভব বলে বলে হয়, নচেৎ নয়।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর
(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলে ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই: শশী থারুর

বিশেষ প্রতিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ায় ভারত সরকারের প্রশংসা করেছেন কংগ্রেসদলীয় সংসদ সদস্য শশী থারুর। বলেছেন, প্রতিবেশী দেশে ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন শশী। শশীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে পটপরিবর্তন হয়েছে, সেটা ভারতের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না? জবাবে শশী বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যেই আমাদের মৌলিক স্বার্থ নিহিত। আমরা মূলত বাংলাদেশের জনগণের মঙ্গলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রের মঙ্গল আসে দ্বিতীয়তে, কোনো একজন স্বতন্ত্র নেতা তৃতীয় স্থানে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাথে আছি, আমরা ১৯৭১ সালে তাদের সঙ্গে ছিলাম, ভালোমন্দ সব সময়ই আমরা তাদের সঙ্গে আছি, এমনকি যখন সেখানে আমাদের সঙ্গে কম বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার থাকে, তখনো। আমরা সব সময় আমাদের সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখি এবং অবশ্যই ভবিষ্যতে সেই সম্পর্কের কোনো অবনতি হওয়া উচিত হবে না।’

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে বাংলাদেশে গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে।

শশী বলেন, ‘নয়াদিল্লির জন্য উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমি মুহাম্মদ ইউনূসকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি।’ শশী থারুর বলেন, ‘আমার অনুমান, তিনি জামায়াতে ইসলামী বা পাকিস্তানের আইএসআইয়ের তুলনায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। যদি আপনি (বাংলাদেশের) অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে তাকান, আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর কারও কোনো চিহ্ন আপনি ওই অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে দেখতে পাবেন না। তাই ভারতের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো বিশেষ কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না।’

এই কংগ্রেস নেতা মনে করেন, ভারতের জন্য সব সময় সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হলো, পাকিস্তান ও চীন ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে কি না, সেটা দেখা।

কংগ্রেসের এই নেতা বলেন, ‘এ ধরনের পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে আন্দোলন চলাকালে সহিংসতার জঘন্য কিছু ঘটনায় পাকিস্তানি আইএসআইয়ের হাত থাকতে পারার সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়। বাংলাদেশে চীনের উপস্থিতিও অনেক দৃঢ় এবং তারা সেখানে নিজেদের প্রভাব আরও বিস্তার করতে এ পরিস্থিতিকে একটি সুযোগ হিসেবে নিতে পারে। যাঁরা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন, তাঁরা এ বিষয়গুলো নিয়ে বরং বেশি উদ্বিগ্ন।

শশী থারুর বলেন, ‘তবে অবশ্যই যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে বা ড. ইউনূস প্রাথমিক যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেখানে কোথাও অন্তর্নিহিত কোনো কিছু নেই, যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হতে পারে।’

শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ায় নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রশংসা করেছেন শশী থারুর। তিনি বলেন, ‘যদি আমরা তাঁকে সাহায্য না করতাম, সেটা ভারতের জন্য অসম্মানের হতো। যদি আমরা আমাদের মিত্রদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করি, তবে কেউ আমাদের মিত্র হতে চাইবে না। শেখ হাসিনা ভারতের মিত্র এবং ভারত তাঁর মিত্র। যখন বন্ধু সংকটে পড়েন, তখন তাঁকে সাহায্য করার আগে, নিরাপত্তা দেওয়ার আগপর্যন্ত আপনি দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করতে পারেন না।’

হাসিনা কত দিন ভারতে অবস্থান করতে পারেন—এমন প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেসদলীয় এই সংসদ সদস্য আরও বলেন, ‘তিনি (হাসিনা) কত দিন থাকতে চাইবেন, সেটা আমাদের হাতে নেই। আপনি কাউকে বাড়িতে ডেকে এনে তারপর সে কবে যাবে, সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। আমার মতে, আমাদের অপেক্ষা করা এবং কী ঘটে, তিনি কত দিন থাকতে চান, সেটা দেখা উচিত। অন্য কোনো দেশে যেতে হলে বাস্তব কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে, ভিসা পাওয়ার ব্যাপার আছে, অন্যান্য আরও কিছু বিষয়ও আছে। এই মুহূর্তে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। এটা ভেবে আমরা গর্বিত হতে পারি, আমরা এমন একটি সময়ে একজন বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পেরেছি, যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে চরম বিপদের মধ্যে রয়েছেন।’

শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। যদিও এ নিয়ে অনেক ভুয়া খবর ছড়িয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ এবং প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের ওপর হামলা হওয়ার খবরে নয়াদিল্লির আরও কড়াভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত কি না, এমন প্রশ্নে শশী বলেন, ‘সেখানে নিশ্চয়ই কিছু হামলার ঘটনা ঘটেছে, কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না, কারও অস্বীকার করা উচিতও হবে না। এটা বাস্তব। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়ি ও মন্দির পাহারা দিচ্ছেন, এমন খবরও আসছে। তাই এসব খারাপ খবরের মধ্যে সেখানে কিছু ভালো খবরও আছে।’

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ড. ইউনূস সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর এবং জনগণকে সহিংস কর্মকাণ্ড বন্ধ করে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একে ভালো লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন শশী থারুর।

কংগ্রেসের নেতা বলেন, ‘অতীতে যা-ই হোক, আমার মনে হয় না, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ আছে, যারা সহিংস পরিস্থিতি অব্যাহত রাখতে চায়।’

সৌ: এনডিটিভি

প্রথম নজর

আরজি করের ঘটনা ন্যক্কারজনক: পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একজন মহিলা ডাক্তারকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করে খুনের যে ঘটনা ঘটেছে সেটি অত্যন্ত অমানবিক ও দুঃখজনক। যেটা প্রতিটি মানুষ কে ভাবিয়ে তুলেছে। ফুরফুরা র মোজাদ্দেদিয়া ইত্তেহাদিয়া ফাউন্ডেশনের কর্নধার পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী প্রয়াত চিকিৎসকের আত্মার শান্তি কামনা করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম অঙ্গ। সেখানেই সাধারণ মানুষ হয়রানি হচ্ছেন ।প্রকৃত গরিব মানুষ জরুরি পরিষেবা পাচ্ছেন না। চিকিৎসকদের উচিত অবিলম্বে কর্ম বিরতি তুলে নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। লজ্জার বিষয় হলো জেলায় জেলায় ডাক্তারদের এই কর্ম বিরতি পরিষেবা বন্ধ করে সাধারণ মানুষ কে খুন করছেন। অবিলম্বে সরকারের উচিত যুদ্ধকালীন ভাবে এই ঘটনার শেষ করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দোষী সাব্যস্ত ব্যকতিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়া হোক। চিকিৎসকদের যদি ধর্ষন ও খুন হতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষের নিরিপত্তা কোথায়?

১ লা সেপ্টেম্বর থেকে সুন্দরবন ভ্রমণে প্রবেশ মূল্য বাড়ছে তিন গুণ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে বাড়তে চলেছে সুন্দরবন বেড়ানোর খরচ। ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির কাছে অন্যতম পর্যটনের ডেস্টিনেশন হল সুন্দরবন। এবার সুন্দরবনের প্রবেশ মূল্যের খরচ বাড়াতে চলেছে বনদপ্তর। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে,এতদিন সুন্দরবনে পর্যটকদের প্রবেশ মূল্য ছিল ১২০ টাকা। তা ৬০ টাকা বাড়িয়ে ১৮০ টাকা করা হবে। অন্যদিকে, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এলাকায় ভ্রমণ করতে গেলে আগের থেকে আরও বেশি প্রবেশ মূল্য দিতে হবে পর্যটক এবং বোট মালিকদের। এর জন্য ১ হাজার টাকা দিতে হবে পর্যটকদের। এছাড়া, নৌকা,লঞ্চেররেজিস্ট্রেশনের ফি আগে দেড় হাজার টাকা ছিল। তা বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা করাহচ্ছে। তাছাড়া, গাইড দের প্রতিদিন বাবদ ভাড়া ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০ টাকা করা হচ্ছে। যদিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পড়ুয়াদের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকবে। আবার বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে ২৫ শতাংশ টাকা ছাড় দেওয়া হতে পারে পড়ুয়াদের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। উল্লেখযোগ্য, সুন্দরবনে প্রবেশ ফি বাড়ানো নিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা বৈঠক করেন। সেখানে জঙ্গল রক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ের সংরক্ষণ সংক্রান্ত খরচ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়। এরপরে প্রবেশ মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য,আট বছর পর সুন্দরবনে পর্যটকদের জন্য ফি বৃদ্ধি করা হল। এর আগে ২০১৬ সালে এই ফি বাড়ানো হয়েছিল।

কর্মভিত্তিক আলোচনা সিটি ইংলিশ স্কুলে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: কর্ম ভিত্তিক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কালিকাপুর সিটি ইংলিশ স্কুলে। রবিবার দুপুরে দ্বৈত এই অনুষ্ঠান টি আয়োজিত হয়।স্কুলের সভাঘরে অনুষ্ঠান টি শুরু হয় দুপুর ১২ টায়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক “সকল দেশের সেরা” গানটি। অনুষ্ঠানে প্রেরণাদায়ী বক্তব্য রাখেন ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত পাত্র, সরকারী কর্মী মুন্সী আলি মাসুদ, আয়োজক স্কুলের সম্পাদক মিজানুর রহমান, শিক্ষার্থী সাদিয়া নাসরিন, প্রশিক্ষক কুমারজিৎ ঘোষ ও শান্তনু ঘোষ। অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হন শিক্ষার্থী সুলতান আহমেদ গাজী ও আরমান গাজী। পুরস্কৃত হন অধ্যক্ষ মিনাক্ষী রায় সরকার ও শিক্ষাকর্মী সাহিদ মোল্লা। সহশিক্ষকদের মধ্যে পুরস্কৃত হন সাহানা ঘোষ, পম্পা সিনহা রায়, অপরূপা কুন্ডু, বিজলি চ্যাটার্জি, কমল দে, অঞ্জন বেরা ও চামেলী প্রামাণিক। এদিন স্থানীয় সাংবাদিকদের সংবর্ধনা প্রদান করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

‘আচার্য পদক’ কামরুদ্দিনকে

আপনজন: বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সোমবার টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ, অভিনেত্রী শাবানা আজমি প্রমুখ। মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দিনকে ‘আচার্য পদক’ সম্মানে ভূষিত করা হয়। ছবি ও তথ্য: মতিয়ার রহমান

অতিথি শিক্ষকে চলছে স্কুল, গ্রুপ ডি কর্মী নেন ক্লাস, সাফাই কর্মী চালান কম্পিউটার

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মাধ্যমিক স্কুল। পড়ুয়া আছে কিন্তু স্থায়ী শিক্ষক নেই! তিনজন অবসরপ্রাপ্ত অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে স্কুল। গ্রুপ ডি কর্মী নিচ্ছে ক্লাস। সাফাই কর্মী চালান কম্পিউটার। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের গভর্মেন্ট মডেল স্কুলটি ৮ বছর ধরে শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। শিক্ষক নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। সরকারের উদাসীনতার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,হরিশ্চন্দ্রপুরের বিতোল গ্রামে সাড়ে তিন একর জমির উপরে ২০১৬ সালে স্কুলটি গড়ে উঠে। ২০১৭ সাল থেকে পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত অস্থায়ী অতিথি শিক্ষক দিয়ে পঠন পাঠন শুরু হয়। এরপর এক এক করে সব শিক্ষক অবসর হয়ে যায়। ২০২১ সালে একজন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হলেও তিনি ২০২৩ সাল থেকে বিএড ট্রেনিং এ রয়েছেন। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৬ টি ক্লাসে ২৮৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে ওই শিক্ষকদেরকে। একটি ক্লাস নিতে গেলে অন্য ক্লাস ফাঁকা থাকছে। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা কাঙ্খিত মানের পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন অভিভাবকরাও। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সামসুল আলম বলেন,স্কুলে খাতা কলমে ১৮৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তবে ১৫০ জন নিয়মিত আসে। একজন স্থায়ী শিক্ষক ও তিন জন অবসর প্রাপ্ত অতিথি শিক্ষক রয়েছে। স্থায়ী শিক্ষক বিবেকানন্দ মাহাত দেড় বছর ধরে বিএড ট্রেনিং এ রয়েছে। স্কুলে পরিকাঠামোয় অভাব নেই। অভাব রয়েছে শিক্ষকের। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৬ টি ক্লাস রয়েছে। ২৫ টি শ্রেণি কক্ষ,২ টি ল্যাব,খেলাধুলার মাঠ ও মিড ডে মিলের খাওয়ার জন্য ডাইনিং রুম রয়েছে। একজন অস্থায়ী ক্লার্ক,দুই জন অস্থায়ী গ্রুপ ডি কর্মী ও দুইজন সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। এছাড়া একজন অবৈতনিক সাফাই কর্মী ও একজন মহিলা কর্মী রয়েছে। গত দুই বছর থেকে মাধ্যমিক চালু হয়েছে। এবছর মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮। বাংলা,ইতিহাস ও জীবন বিজ্ঞান অস্থায়ী শিক্ষকরা ক্লাস নিয়ে থাকেন। সিলেবাস যাতে সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় তার জন্য গ্রুপ ডি কর্মীরা ভূগোল ও অংক ক্লাস নিয়ে থাকেন। দশম শ্রেণির পড়ুয়া মহম্মদ আসলাম ও প্রীতি দাসরা বলেন,আমরা গরীব ঘরের ছেলে মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে এই স্কুলে ভর্তি হয়। এবছর দশম শ্রেণিতে পড়ছি। শিক্ষকের অভাবে এখনো পর্যন্ত সিলেবাস শেষ করতে পারিনি। গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশোনা করানোর মতো আর্থিক ক্ষমতা নেই পরিবারের। তাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি। অভিভাবক আফসার আলি বলেন,সরকার কোটি টাকা খরচ করে সুন্দর একটি স্কুল ভবন করে দিয়েছে ভালোভাবে পড়ালেখা শেখানোর জন্য। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে আমাদের সন্তানরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি স্কুলে এভাবে পঠনপাঠন চলায় সন্তানাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা উদ্বিগে রয়েছি। চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায় বলেন,স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ডিআইকে জানাব।

গলসিতে ডিওয়াইএফের বিক্ষোভ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করলো ডিওয়াইএফআই। গলসি ২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্দ্যোগে গলসী বাজারের পূর্ব বাস স্টান্ডে ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। কোলকাতার আর.জি কর মেডিকেল কলেজে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি। বিক্ষোভ সভা থেকে দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানান ডিওয়াইএফআই নেতা মনসিজ হোসেন।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন যুবনেতা রাজা ভট্টাচার্য, সোনা মুখার্জী, শিক্ষকনেতা অমিতাভ মন্ডল ও আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনসিজ হোসেন। সভা থেকে দাবী তোলা হয় “নাটক ছেড়ে বিচার করো, আর.জি করে মাথা ধরো”

কালভার্ট না থাকায় জলমগ্ন গ্রাম, গ্রামবাসীরা তৈরি করলেন বাঁশের সেতু

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: সময় মতো হয়নি কালভার্ট। যার ফলে খড়গ্রাম ব্লকের কাঁকুরনালা বিল এলাকার টিঠিভাঙাসহ কয়েকটি গ্রাম বন্যার জলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্যায় গ্রামবাসী থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী । অবশেষে যাতায়তের জন্য গ্রামবাসিরা নিজেদের উদ্দ্যোগে তৈরী করললেন বাঁশের সেতু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি পঞ্চায়েত এলাকার উত্তরে রয়েছে কাঁকুরনালা বিল। ওই বিলের মাঝ বরাবর চলে গিয়েছে কাঁকুর নালার মতো ছোট্ট নদী। এটি বীরভূমে ব্রাহ্মণী নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে কেলাই গ্রামের কাছে দ্বারকা নদীতে মিশেছে। বছরের অন্য সময়ে নালায় জল না থাকলেও বর্ষায় দু’কুল ছাপিয়ে যায়। ব্রাহ্মণী নদীত জল বাড়লেই নালা দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে জল ঢুকে পড়ে। শনিবার থেকেই টিঠিডাঙা, কেলাই, বাবলাডাঙা, যোদপুর ইত্যাদি এলাকার কৃষিজমিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। অন্যদিকে কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় কয়েকটি গ্রামও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । বর্ষার ভরা নালায় গ্রামের ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলে আসতে পারছিল না। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। সমস্যায় পড়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। অবশেষে সমস্যা সমাধানে যাতায়তের জন্য গ্রামবাসিরা নিজেরাই নালার উপর একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু তৈরির করে। সোমবার থেকে এই সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যদিও খড়গ্রাম ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বাঁশের সেতু তৈরির জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে গ্রামের বাসিন্দারা বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে কাঁকুর নালার উপর এই বাঁশের সেতু তৈরী করেছেন। সেতু বাঁশের সেতু পরিদর্শনে করতে মঙ্গলবার আসেন খড়গ্রাম ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিলনী দাস। তার সঙ্গে কালাভার্টিও পরিদর্শন করেন যাতে দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যেখানে কালভার্ট হচ্ছে। সেখানে একটি পুরনো ভাঙা কালভার্ট আগে থেকেই ছিল। পুরনোটি ভেঙে ফেলার পর সেখানে কয়েকটি পিলার তোলা হয়েছে। এর থেকে বেশি কাজ হয়নি। তাই এই বন্যার সময়ে বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। নালা পারাপার করা যাচ্ছে না। ঠিকাদার সংস্থার মালিক মুর্শেদ রহমান বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি প্ল্যান এস্টিমেটে ভুল থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। পরে রিভাইজড এস্টিমেট হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করা হবে।

বিক্ষোভের পাশাপাশি মৌন মিছিল ডাক্তারদের

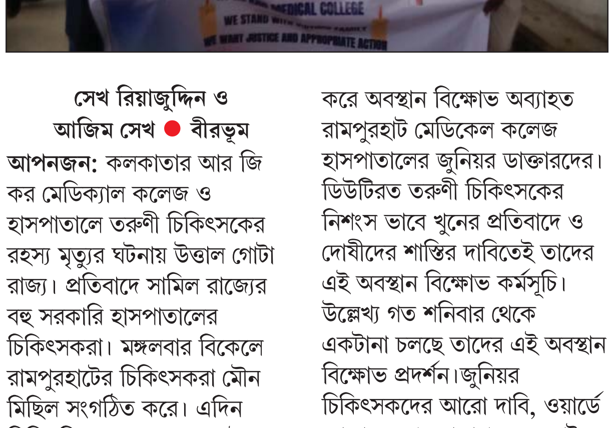

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল গোটা রাজ্য। প্রতিবাদে সামিল রাজ্যের বহু সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার বিকেলে রামপুরহাটের চিকিৎসকরা মৌন মিছিল সংগঠিত করে। এদিন মিছিলটি শুরু হয় রামপুরহাট জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস থেকে এবং ১৪ নং জাতীয় সড়ক হয়ে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। তাদের দাবি, আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকে খুনের প্রতিবাদ ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতেই মূলত এই মৌন মিছিল। পাশাপাশি জরুরি বিভাগ ছাড়া সমস্ত বিভাগের স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের। ডিউটিরত তরুণী চিকিৎসকের নিশংস ভাবে খুনের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতেই তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। উল্লেখ্য গত শনিবার থেকে একটানা চলছে তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন।জুনিয়র চিকিৎসকদের আরো দাবি, ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে কোলাপসেবল গেট লাগাতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ও ভেতরের নির্দিষ্ট জায়গা গুলিতে সিসিটিভি লাগাতে হবে। প্রতিটি বিভাগের সামনে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়ন এবং স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করতে হবে। উল্লেখ্য রামপুরহাট মহকুমা শাসকসহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সাথে সাথে কথা বলতে গেলেও তারা তাদের দাবিতে অনড়।

ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণায় ধৃত

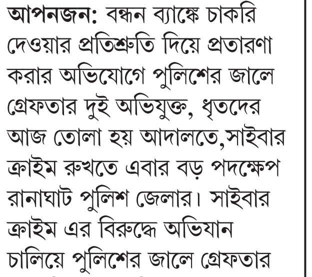

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বন্ধন ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগে পুলিশের জালে গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত, ধৃতদের আজ তোলা হয় আদালতে,সাইবার ক্রাইম রুখতে এবার বড় পদক্ষেপ রানাঘাট পুলিশ জেলার। সাইবার ক্রাইম এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পুলিশের জালে গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল গভীর রাতে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার সাইবার পিএস কুপার্স ক্যাম্পের নাসরা সূর্যনগর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, এরপর বন্ধন ব্যাঙ্কে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগে ২ অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে। জানা যায় অভিযুক্তদের নাম সুপ্রিয় সাহা ওরফে আকাশ, এবং জয়দীপ দে। যদিও পুলিশ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে একাধিক মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, ডেবিট কার্ড, ব্যাংকের পাসবুক ও দুটি মোটরসাইকেল।

কন্যাশ্রীর টাকা থেকে বঞ্চিত ১৩৪ ছাত্রী!

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত হলেন ১৩৪ জন ছাত্রী! বিষয়টি জানাজানি হতেই কার্যত হইচই সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল সূত্রে খবর, ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ে ৭৩০ জন ছাত্রীর ‘কেটু ফর্ম এসেছিল। যাদের বয়স সীমা ০১.০৪.২০০৫ থেকে ৩১.০৩ ২০০৬ এর মধ্যে তাদের জন্য এই ফর্ম আসে। কিন্তু অভিযোগ, ফর্ম আসার বিষয়টি জানতে না পেরে সঠিক সময়ে ডকুমেন্ট দিতে পারেননি অনেক ছাত্রী। ফলে সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত ২৫ হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন ১৩৪ জন ছাত্রী। আর যা নিয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্রী এবং কয়েকজন অভিভাবক। ধুলিয়ান পৌর এলাকার নতুন বাজারের ছাত্রী সায়েদা খাতুনের অভিযোগ, কেটু ফর্ম আসার বিষয়ে অনেক পরে জানতে পেরে তড়িঘড়ি স্কুলে আমি পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট জমা দিই। আমি নিয়মিত পড়াশুনা করছি। বর্তমান আমি নুর মোহাম্মদ স্মৃতি কলেজে পড়াশুনা করার পাশাপাশি ১৮ বছর বয়সও পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্যান্য অনেক ছাত্রী কন্যাশ্রী টাকা পেলেও তাঁর একাউন্টে টাকা না আসায় বিষয়টি নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ফর্ম বাতিল হয়েছে বলে জানায়। তাতেই কার্যত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন ওই ছাত্রী। কেন ডকুমেন্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাদের ফর্ম বাতিল হলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন ওই ছাত্রী এবং তার মা। যদিও ছাত্রীদের অভিযোগকে কার্যত প্রত্যাখ্যান করে ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী দত্ত জানিয়েছেন, কেটু ফর্ম আসার পর প্রত্যেক ছাত্রীকে আমরা সঠিক সময়ে জানিয়েছি। কিন্তু বারবার বলার পরেও ডকুমেন্ট সাবমিট না করায় তারা বঞ্চিত হয়েছেন। প্রধান শিক্ষিকা জানান, যারা বাতিল হয়েছেন তাদের মধ্যে ৬৪ জন ছাত্রী তাদের ফর্মই নিয়ে যাননি। তাহলে কিভাবে ফিলাপ করে ডকুমেন্ট দেবে তারা? কন্যাশ্রী টাকা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনরকম গাফিলতি নেয় বলেও দাবি করেন জয়শ্রী দত্ত। এদিকে ছাত্রীদের দাবি, অবিলম্বে কন্যাশ্রী প্রকল্পে বঞ্চিত হওয়া সকল ছাত্রীদের পুনরায় সুযোগ দিয়ে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের কৃষি উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সম্প্রতি, উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, যা কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।প্রথমত, কৃষি সম্প্রসারণ সেবার ডিপ্লোমা কোর্সের (DAESI) মাঠ পরিদর্শন শীর্ষক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায়, কৃষি ইনপুট ডিলারদের কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবায় দক্ষতা বাড়াতে একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের মাঠ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে, ডালখোলা পুরনিয়া মোড় সুরাজ শোরুমে । কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের কীভাবে সহায়তা করা যায়, তা নিয়ে এই কর্মসূচি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয়ত, জল শক্তি অভিযান: ক্যাচ দ্য রেইন নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জলসংকট মোকাবিলায় এই কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডালখোলা পুরনিয়া মোড় সুরাজ শোরুমের এই কর্মসূচির মাধ্যমে, স্থানীয় কৃষকদের জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিগুলি কৃষকদের কাছে অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

টালা থানা থেকে নথি হেফাজতে নিল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: টালা থানায় সিবিআইয়ের চার সদস্যের টিম কোর্টের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন ।এর পাশাপাশি তারা মিনিট কুঁড়ি ভেতরে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তারা চলে যান। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কেসের সার্টিফিকেট কপি নিয়ে তারা চলে যান।এর পাশাপাশি তারা মিনিট কুঁড়ি ভেতরে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তারা চলে যান। বুধবার সকাল থেকেই আরজি কর কাণ্ডে তদন্ত শুরু করছে সিবি আই। আর জি কর হাসপাতালের পড়ুয়া ডাক্তার ধর্ষণ ও খুনের মামলা সিবিআই এর হাতে। হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেই সিবিআই আধিকারিকরা পৌঁছে যান মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টালা থানায়। এই কেসের সমস্ত নথি নিয়ে তারা এসে পৌছান সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দফতরে। তবে এই কেসের আসামি সঞ্জয় রায়কে এখনো নিয়ে আসা হয়নি সিবিআই দফতরে । জানা গেছে ,ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই। আর জি কর হাসপাতালে চারতলার ওপর সেমিনার হলে যেখানে ওই পড়ুয়ার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেই স্পটও ভিজিট করবে সিবিআই।

ওড়িশা থেকে ফিরেই চলেছে পরিযায়ী শ্রমিক

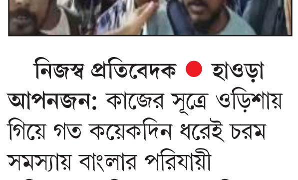

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: কাজের সূত্রে ওড়িশায় গিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চরম সমস্যায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। ওড়িশার কয়েকটি জেলায় কাজে গিয়ে এরা হামলা এবং আক্রমণের মুখে পড়েছেন। সমস্যায় পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অবিলম্বে এরাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই ফিরে আসছেন বাংলায়। মঙ্গলবারও দুপুরে ওড়িশা থেকে দলে দলে ফিরেছেন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা। ২০ বছর থেকে ২৫ বছরের শ্রমিকরা ওড়িশায় তাঁদের জীবিকাস্থল থেকে রাজ্যে ফিরে আসছেন। হাওড়া স্টেশনে এসে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। এদিন হাওড়া স্টেশনে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বাসে তাঁদের শিয়ালদহে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

অভিজিৎ হাজরা ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার রাজগঞ্জ হাট এলাকার জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা ‘মনিকর্নী আখ্যান’-এর আয়োজনে, ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সড়াম্বরে আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়।পত্রিকার উদ্যোগে সারা বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্টান হয়ে থাকে বলে জানান শুভাকাঙ্ক্ষী শুভঙ্কর মুখার্জি। ১৫ আগস্ট সফল প্রতিযোগীও অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানান পত্রিকার সম্পাদক জুলাই দাস মুখার্জি।

প্রথম নজর

স্ত্রীকে খুন করায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ২০১৭ সালে ডায়মন্ড হারবার থানার বুনর হাটের বাসিন্দা ইমরান শেখ তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী নেত্রড়ার বাসিন্দা সায়মা বিবিকে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টায় অভিযুক্ত হয়। সোমবার ডায়মন্ড হারবার ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক ধিমান বর্মন ৩৬৪,৩০২, ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন ।সরকারি আইনজীবী দিলীপ কুমার গায়েন জানান ২০১৭ সালে সায়মা বিবিকে নির্যাতনের অভিযোগে ইমরানের বিরুদ্ধে ডায়মন্ডহারবার এসিজেম আদালতে বধূ নির্যাতনের মামলা হয়। এরপর ইমরান স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের অছিলায় বুঝিয়ে বকখালিতে নিয়ে যায় ,সেখানে একটি লজে ওঠে দুজনে। পরদিন সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে, একটি নির্জন জঙ্গলের মধ্যে নিরাপদ স্থানে ঠান্ডা মাথায় খুন করে ,তার দেহে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়।

প্রবিন্ধীদের সরঞ্জাম বিলি নীড় হোমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া নীড় আইডিয়াল হোমের উদ্যোগে ও আলী জাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এর সহযোগিতায় ১৫০ জন শ্রবণশক্তি হীন প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে কানের মেশিন প্রদান করা হল নীড় আইডিয়াল হোম আলী জাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এর সহযোগিতায়।

এদিনের এই বিনামূল্যে কানের মেশিন প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, হাড়োয়া ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার গৌতম বিশ্বাস, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হাফিজুল ইসলাম সহ প্রমুখ,সমগ্র অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন নীড় আইডিয়াল হোমের সাধারণ সম্পাদক মহঃ আবুল কালাম আজাদ।

ডাক্তার খুনে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আরজিকরে মহিলা চিকিৎসক কে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন সহ নানান কর্মসূচি পালন করে চলেছে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।সেরূপ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার রামপুরহাটে জাতীয় সড়কের পাশে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাশাপাশি রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় প্রতীকি হিসেবে কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করা হয়।হাসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিলটন রসিদ বলেন আজকের দাবি আরজিকর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন কাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিতকরণ করে উপযুক্ত শাস্তি। উক্ত ঘটনায় একজন জড়িত হতে পারে না। আরো অন্য কেউ আছে তাদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের মাথাকে ধরার ব্যবস্থা করা।রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে একাজে একজন নয় আরো কোনো মাথা জড়িয়ে আছে। এখানকার পুলিশ বা রাজ্য সরকার তাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। যদি রাজ্য পুলিশ না পারে তাহলে দয়া করে সিবিআই এর হাতে ছেড়ে দেন। সর্বশেষ বক্তব্য পশ্চিম বঙ্গে যে অরাজকতা চলছে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যে অরাজকতা চলছে তার প্রেক্ষিতে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী করা হচ্ছে বলে এক সাক্ষাৎকারে বলেন মিল্টন রসিদ।

মহিলা চিকিৎসক খুনে ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার এপিডিআর

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: -মহিলা চিকিৎসক কে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন, পথসভা সহ নানান কর্মসূচির মাধ্যমে সামিল হতে দেখা যায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে।সেরূপ গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এপিডিআর) বোলপুর-শান্তিনিকেতন শাখার পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর প্রথম গেটের সামনে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ সমবেত হয়ে গান, কবিতা, বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটনার প্রতি বাদে তীব্রভাবে সোচ্চার হতে দেখা যায়। বিশেষ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সমবেত গানের মাধ্যমে মুখরিত করে তোলে সমগ্র এলাকা।বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সভাপতি শৈলেন মিশ্র বলেন ঘটনায় জড়িত থাকায় একজন সিভিক ভলিন্টিয়ারকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে আরো বড়ো বড়ো মাথা থাকতে পারে। তাদেরকে ও অবিলম্বে গ্রফতার করে প্রকাশ্যে আনা। সবার আগে হাসপাতালের অধ্যক্ষ কে জেরা করলেই অপরাধীদের জানা যাবে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরূপ হাসপাতালে মধ্যে মহিলা চিকিৎসক খুনের মতো নক্কারজনক ঘটনা ঘটেনি পশ্চিম বঙ্গে। এ লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়।এঘটনার দায় মাথায় নিয়ে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

আবাস যোজনার ঘরকে ঘিরে ধুন্ধুমার নলহাটি-২ ব্লক অফিসে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: সংখ্যালঘুদের আবাস যোজনার ঘরকে কেন্দ্র করে তুলকালাম নলহাটি ২ নম্বর ব্লক অফিসে। সংখ্যালঘুদের কতগুলি ঘর এসেছে তা জানতে চেয়ে সোমবার বিকেলে বিরোধীরা বিডিওর কাছে জানতে গেলে শাসক বিরোধী তুলকালাম বেধে যায়। এদিন বিরোধী দলের নেতাদের ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসেন বিডিও। কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ তাদেরকে ডেকে বিডিও তাদের সদ উত্তর দিতে পারেননি। বিরোধী দলনেতা কালাম শেখ বলেন, আমরা জানতে চেয়েছি কতটি বাড়ি এসছে। সেই সঙ্গে কাদের দেওয়া হয়েছে তাদের তালিকা জানতে চেয়েছি। কিন্তু বিডিও তার সদ উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিষয়টি খোলসা করে বিডিওর কাছে জানতে চেয়ে বিষয়টি নিয়ে চেপে ধরেন বিরোধী দলের সদস্য তাইজুদ্দিন মন্ডল ওরফে মধু। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বচসা চরমে ওঠে। এদিকে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে নলহাটি থানার লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশকে ডেকে পাঠান বিডিও। একই সঙ্গে খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা।

কংগ্রেস নেতা তাইজদ্দিন মন্ডলের অভিযোগ তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা বিডিওর সামনে তাকে হেনস্থা করেছেন। সেই সঙ্গে শাসক বিরোধী ধস্তাধস্তি হয় বলে অভিযোগ করেন। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে কুদরতে খোদা স্বপন তিনি জানান তাইজউদ্দিন মন্ডল অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। একই ভাবে তৃণমূল নেতা মহ: সেলিম তিনি অভিযোগ করেন তাইজদ্দিন মণ্ডল মদ্যপ অবস্থায় বিডিওর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তা দেখে ভিডিওর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বের হন। এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন তাইজউদ্দিন মন্ডল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানান। সেই সঙ্গে তিনি দাবি করেন তার এবং বিডিওর দু'জনের একই সঙ্গে শারীরিক রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হোক। তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে কে মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তিনি অভিযোগ করেন বিডিও সরকারি দপ্তর চলাকালীন সেখানে মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও রজত রঞ্জন দাস তিনি কোন মন্তব্য করতে চাননি। আমরা তার কাছে অভিযোগের কথা জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে চলে যান। অন্যদিকে ব্লক অফিসের বাইরে তৃণমূল কর্মীরা আক্রমণ করবেন বলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিরোধীরা। সেই আতঙ্কে তারা বিরোধী দলনেতার ঘরে বন্দি অবস্থায় থাকেন। প্রায় ঘন্টা তিনেক বন্দির পরে পুলিশ প্রহরায় ব্লক অফিস থেকে তাদের বের করা হয়।

সার্বিক উন্নয়নে মুসলিম সমাজকে অবিভক্ত রাখতে আলোচনা সভা

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: মুসলিম সমাজকে অবিভক্ত রাখতে এবং সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো ইসলামিক সেমিনার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গার সোহাইতে 'দি ড্রিমার'স ফাউন্ডেশন আয়োজিত ওই আলোচনা সভায় মুসলিম সমাজকে সমৃদ্ধশালী করতে এবং প্রত্যেক মুসলিমের পরকালের জীবনকে সুন্দর করতে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য রাখেন।

সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট ডাক্তার সাহানুর মন্ডলের তত্ত্বাবধানে বিগত কয়েক বছর ধরে দি ড্রিমার'স ফাউন্ডেশন সবাইকে সাথে নিয়ে শিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি কে লক্ষ্য বানিয়ে সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে এ দিনের আলোচনা সভা।

কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা করেন আরশাদুল হক। সূরা ফাতিহার মার্মার্থ বিশ্লেষণ করেন শাইখ রুহুল কুদ্দুস নদভী। সচেতনতার বার্তা দিয়ে আখেরাতের জীবনচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবন কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করেন বিশিষ্ট ডাক্তার সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট ডাক্তার সাহানুর মন্ডল। পবিত্র কোরআনের বানী স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকলকে আল্লাহর রুজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে দলাদলি না করার পরামর্শ দেন তিনি, পাশাপাশি উত্তম পন্থায় ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি নিয়েও ব্যাখ্যা করেন সাহানুর। মুসলিম উম্মাহ যেভাবে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে সমাজের সর্বস্তরে কেমন হীনবল হয়ে পড়েছে তা নিয়ে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সংশয় প্রকাশ করেন।

ডাক্তার হত্যার নিন্দায় সরব জামাআত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি মসিহুর রহমান সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে কথিত কলকাতা শহরের নামী এক মেডিক্যাল কলেজে এ ধরণের অমানবিক ও পৈশাচিক কাজ জনসাধারণকে ব্যথিত ও স্তম্ভিত করেছে।

এই নিন্দনীয় ঘটনায় প্রমাণিত হল নারীদের সম্মান রক্ষা, তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তার বিষয়টি সমাজে ঝুঁকিপূর্ণ রয়েই গেছে। শুধু তাই নয়, অপরাধের সঙ্গে মাদকাসক্তির যোগসূত্রটিকে এড়িয়ে যাবার উপায় যে নেই –এই ঘটনা থেকে আবারও প্রমাণিত হল। দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত শিক্ষা-ব্যবস্থা এর জন্য কম দায়ী নয়। লাগামহীন স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপন এই সব বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

শিব ভক্তদের খিচুড়ির ব্যবস্থা এনজিওর

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: মানুষের সাথে মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবীর পক্ষ থেকে শিব ভক্তদের প্রসাদ ও খিচুড়ির জলের ব্যবস্থা করলেন মল্লারপুরে। এদিন বীরভূম জেলার মোড়েশ্বর ১ নম্বর ব্লকের মল্লারপুরে শিব মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত আসেন জল ঢালতে। আর সকল ভক্তদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা পাশাপাশি প্রসাদ খিচুড়ি ব্যবস্থা করলেন মানুষের পাশে মানুষের সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার আমিনুল ইসলাম। প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার ভক্তদের এই ব্যবস্থা করলেন মানুষের সাথে মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা। এলাকার মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী এরকম উদ্যোগে সম্প্রীতির নজির গড়লেন বীরভূমের মল্লারপুর শিবমন্দিরে। এরকম পরিষেবা পেয়ে খুশি ভক্তরাও।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক খুদে পড়ুয়ার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক খুদে পড়ুয়ার। ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব মৃতের পরিবারের লোকেরা। ঘটনায় হাসপাতাল সুপার এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চলেছে মৃত পড়ুয়ার পরিবারের লোকেরা।

জানা গিয়েছে মৃত ওই শিশুটির নাম শিবম শর্মা (৮)। বাড়ি বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর এলাকায়। বালুরঘাট শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তো শিবম। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে পতিরাম এলাকায় শিবমন্দিরে জল ঢালতে গিয়েছিল সে। সেই সময় একটি টোটো তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, সঠিক সময়ে চিকিৎসা না মেলায় মৃত্যু হয়েছে শিবমের। ঘটনায় হাসপাতালে ভাঙচুর চালানো হয় বলেই অভিযোগ ওঠে।

লালগোলায় হেরোইন সহ গ্রেফতার চার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একের পর এক মাদকচক্র ফাঁস করছে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার লালগোলা থানার পুলিশ। দিন কয়েক আগে হেরোইন সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল লালগোলা থানার পুলিশ। এবার একসঙ্গে চার হেরোইন কারবারিকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুমন শেখ (২২), ওদুদ শেখ (১৯), ইসরাফিল শেখ (২১), সাবির আহমেদ (২৬)। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি লালগোলা থানার বিভিন্ন এলাকায়। ভগবানগোলার মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক ড. উত্তম গড়াই বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতে কৃষ্ণপুরের একটি আম বাগানে হানা দেওয়া হয়। চার যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানোর সময় উদ্ধার হয় ১২০০ গ্রাম হেরোইন।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি, সক্রিয় বিধায়ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সরকারি অবহেলায় ধ্বংস হয়ে ঐতিহ্য নষ্ট হতে বসেছিল ক্যানিং শহরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং শহরের শেষ ঐতিহ্য লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি। সংস্কারের অভাবে বাড়িটি ভেঙে পড়ছিল। যদিও ২০১৮ সালে এই ঐতিহ্যবাহী ভবনটি কে ঐতিহ্যশালী ভবনের স্বীকৃতি দেয়।বর্তমানে স্মৃতিটি রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে।যাতে করে সংরক্ষণ এবং স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখা যায় তারজন্য তৎপর হয়েছিলেন ক্যানিংয়ের বিধায়ক পরেশরাম দাস। বিগত দিনে একাধিকবার জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছিলেন। অবশেষে ভবনটি সংস্কার করে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিল প্রশাসন।সোমবার প্রশাসনের কর্মকর্তা ক্যানিং এর মহকুমা শাসক প্রতীক সিং সহ সরজমিনে খতিয়ে দেখেন পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক জানিয়েছেন, 'লর্ড ক্যানিয়ের বাড়িটি কিভাবে সংরক্ষতি করা যায় তার জন্য সরজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এছাড়াও ক্যানিংয়ে একটি অডিটোরিয়াম হল তৈরীর জন্য জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছিলাম। সেটার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে তা নির্মাণ কাজ শুরু হবে।' উল্লেখ্য ১৮৫৩ সালে সুন্দরবনের দাপুটে নদী বিদ্যাধরী আর মাতলা নদীর সংযোগস্থলে বন্দর গড়ার কথাও চিন্তাভাবনা করেছিলেন।সেই সময় লর্ড ক্যানিং মাতলা ৫৪ নম্বর লটের ২৭ হাজার বিঘা জমি কিনেছিলেন মাত্র ১১ হাজার টাকায়। তাঁরই উদ্যোগে সাধের বিলাসবহুল বাড়িটি তে তৈরি হয় পোর্ট অফিস। ১৮৬১ সালে মারা যান লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী শার্লোটের (লেডি ক্যানিং)। শোকস্তব্ধ লর্ড ক্যানিং ফিরে যান ইংল্যান্ডে। ১৮৬২ সালে তিনিও পরলোক গমন করেন।

সেহারা বাজার রহমানিয়া ট্রাস্ট শুরু করছে দ্বীনিয়াত মুয়াল্লেমা কলেজ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দ্বীন এবং দুনিয়ার মিশ্রণে আধুনিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে ডিএমসি । হাওড়াতে এই কলেজ তৈরি করে গোটা রাজ্যে পথ দেখিয়েছে সংখ্যালঘু মহিলাদের। যে কলেজে ভর্তি হতে গেলে মিনিমাম যোগ্যতা লাগবে উচ্চমাধ্যমিক পাস । যেখানে পাঠক্রম হচ্ছে কোরআন, হাদিস, আকাইদ, মাসায়েল ,ইসলামী তরবিয়ত, উর্দু, আরবি ভাষা শিক্ষা। জেনারেল লাইন এর কোর্স থাকবে কম্পিউটার, হোম ম্যানেজমেন্ট ,নিউট্রিশন, বেসিক হেলথ সাইন্স এবং টিচিং মেথডলজি। আগামী দিনের মহিলারা যাতে সঠিকভাবে সন্তানদের লালন পালন করতে পারে ইসলামী তরবিয়েতের সঙ্গে। ফ্যামিলির মানুষদের পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করতে পারবে এবং তারা নিজেদের কর্মসংস্থানও করে নিতে পারবে। কম্পিউটারে যেসব কাজ বাড়িতে বসে করা সম্ভব সেসব কাজ করেও দু পয়সার রোজগারের মুখ দেখবে । এই রকম বহুমুখী কর্মকাণ্ড নিয়ে সেহারা বাজারে হতে চলেছে দ্বীনিয়াত মুয়াল্লেমা কলেজ । এই দিনে তো মুয়াল্লেমা কলেজটির সম্পূর্ণরূপে হাওড়া ডিএমসি কলেজ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহমানিয়া আল আমিন মিশন। সেই রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে ও হাওড়া ডিএমসি কলেজের তত্ত্বাবধানে শুরু হতে চলেছে দ্বীনিয়াত মুয়াল্লেমা কলেজ। এই কলেজের মাধ্যমে সংখ্যালঘু মহিলাদের সামাজিক মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।

সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন ও ট্রাস্টের কর্মকর্তারা সেই উপলক্ষে হাওড়ার ডিএমসি কলেজের কর্মকর্তারা সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন পরিদর্শন করেন এই পরিদর্শনে উপস্থিত হয়েছিলেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি শেখ হায়দার আলী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, মুরসালিন, আসিফ, সিদ্দিকা সহ হাওড়ার ডিএমসি কলেজের অনেক কর্মকর্তারা। সেহারা বাজারের ব্যবস্থাপনা দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। কর্মকর্তারা বলেন খুব শীঘ্রই সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে ছাত্রী ভর্তি সহ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বোলপুরে প্রশাসনিক ভবনে বৈঠক মন্ত্রীর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর মহকুমা প্রশাসনিক ভবনে আজ রাজ্যের মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দনাথ সিনহার নেতৃত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য বোলপুর শহরকে যানজট মুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। কারণ এর আগেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর ও যানজট মুক্ত । তাই আজ ফুটপাতে হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়ে জরুরি বৈঠক মন্ত্রীর। এই বৈঠকে ভার্চুয়াল উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়। এর আগে ও বোলপুর পৌরসভায় একটি বৈঠক হয়েছিল তাতে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে। আজকে পুনরায় বোলপুর মহকুমা প্রশাসনিক ভবনে এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য সামনে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসব এর আগেই যাহাতে ফুটপাত ব্যবসায়ী দের পুনর্বাসন করা যায় সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা। মন্ত্রী জানান যদিও এই কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে আমরা বোলপুর শহরে এখন ১১ টি

মার্কেটের জায়গা চিহ্নিতকরণ করেছি। এই জায়গাগুলি দ্রুত কাজ শুরু হবে এবং হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। পরে আরো জায়গা চিহ্নিত করে সেগুলি কাজ শুরু হবে। বোলপুর শহরকে আরো উন্নতমানের সাজিয়ে তোলা লক্ষ্যে বোলপুর পৌরসভা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া শান্তিনিকেতন সংলগ্ন এলাকায় কবিগুরু মার্কেট নিয়েও চিন্তা ভাবনা চলছে যাহাতে ওই মার্কেটটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়। মন্ত্রী জানান বর্তমান বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা চলছে যে কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায়। আশা করি সকলের প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান হবে। এদিন এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ সহ বোলপুরের ওয়ার্ড কাউন্সিলর , পৌরসভার আধিকারিকেরা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অ্যান্টার্কটিকার সবুজ এলাকার প্রথম মানচিত্র তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা

আপনজন ডেস্ক: অ্যান্টার্কটিকা মানেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে সাদা এক বরফের মহাদেশ। পেঙ্গুইন, সিল আর তিমির অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত এই মহাদেশ নিয়ে রহস্যের শেষ নেই। সেখানে অসংখ্য হ্রদ থাকলেও পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। ফলে সেখানে ঠান্ডায় বেঁচে থাকাই বেশ কঠিন। তবে বেশ কয়েক বছর ধরেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অ্যান্টার্কটিকায় বরফ গলে অনুর্বর মাটির দেখা মিলছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বরফ গলে যাওয়ার কারণে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ ছোট কোনো দেশের আয়তনের সমান ভূমি দেখা যাবে অ্যান্টার্কটিকায়।
অ্যান্টার্কটিকা সবুজ এলাকার সন্ধান দিতে নতুন মানচিত্র তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। পুরো অ্যান্টার্কটিক মহাদেশের কোথায় কোথায় সবুজ উদ্ভিদ আছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই মানচিত্রে। বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলো একত্রিত করে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী ক্লডিয়া কোলেসিয়ে বলেন, 'আমরা মোট ৪৪ দশমিক ২ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে উদ্ভিদ শনাক্ত করেছি। এসব উদ্ভিদের বেশির ভাগই অ্যান্টার্কটিকার উপদ্বীপ ও প্রতিবেশী দ্বীপগুলোতে রয়েছে, যা আয়তনে অ্যান্টার্কটিকার বরফমুক্ত এলাকার মাত্র শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ।'
মানচিত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের দলনেতা এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী শার্লট ওয়ালশ বলেন, 'এই নতুন মানচিত্র আমাদের সামনে তথ্য পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমরা এই মানচিত্র নানাভাবে ব্যবহার করতে পারি। অ্যান্টার্কটিকায় উদ্ভিদের বিস্তার ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের নজর রাখতে সহায়তা করবে। অ্যান্টার্কটিকার উদ্ভিদগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে কঠিন পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখানকার উদ্ভিদগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। নতুন মানচিত্রের মাধ্যমে আমরা জানি বিভিন্ন গাছ কোথায় খুঁজতে হবে। এসব গাছের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' অ্যান্টার্কটিকায় এখন যে ভূমি বা মাটি দেখা যায়, সেখানে শেওলা ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। অ্যান্টার্কটিকার সবুজ হিসেবে লাইকেন ও শেওলাকে ধরা হয়। যদিও প্রায় ১০০ প্রজাতির বেশি উদ্ভিদ রয়েছে অ্যান্টার্কটিকায়, যার মধ্যে দ্রুতবর্ধনশীল সাধারণ লন ঘাসও রয়েছে। বর্তমানে অ্যান্টার্কটিকার দক্ষিণ জর্জিয়া থেকে লিভিংস্টন দ্বীপ পর্যন্ত এই ঘাস দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মোর্স কোড কী ও কেন?

আপনজন ডেস্ক: মোর্স কোড কী ও কেন? মোর্স কোড হলো একটি সাংকেতিক ভাষা যা পয়েন্ট (.) এবং ড্যাশ (-) দ্বারা প্রতিটি অক্ষর, সংখ্যা, এবং কিছু বিশেষ চিহ্ন উপস্থাপন করে।
মোর্স কোডের মাধ্যমে বিভিন্ন সংকেত পাঠানো যায় এবং এটি বিভিন্ন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়। রেডিও যোগাযোগের জন্য প্রথম দিকে মোর্স কোড ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হত।
এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও টেলিগ্রাফ লাইন, সমুদ্রের নিচের কেবল এবং রেডিও সার্কিটে দ্রুতগতির যোগাযোগ মোর্স কোডের মাধ্যমে করা হত।
পেশাগতভাবে পাইলট, এয়ার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণকারী, জাহাজের ক্যাপ্টেন, সামুদ্রিক স্টেশন চালনাকারীদের মোর্স কোডে খুবই ভালো দক্ষতা থাকতে হয়।
মোর্স কোডের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি নানারকম ভাবে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা যায়। শব্দ, চিহ্ন, পাল্স, রেডিও সিগন্যাল, রেডিও অন অফ, আয়নার আলো, লাইট অন অফ ইত্যাদি নানা উপায়ে মোর্স কোডের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা যায়। একারণেই সেফ আওয়ার সোলস 'এসওএস' মেসেজ পাঠানোর জন্য মোর্স কোড সবচেয়ে উপযোগী।

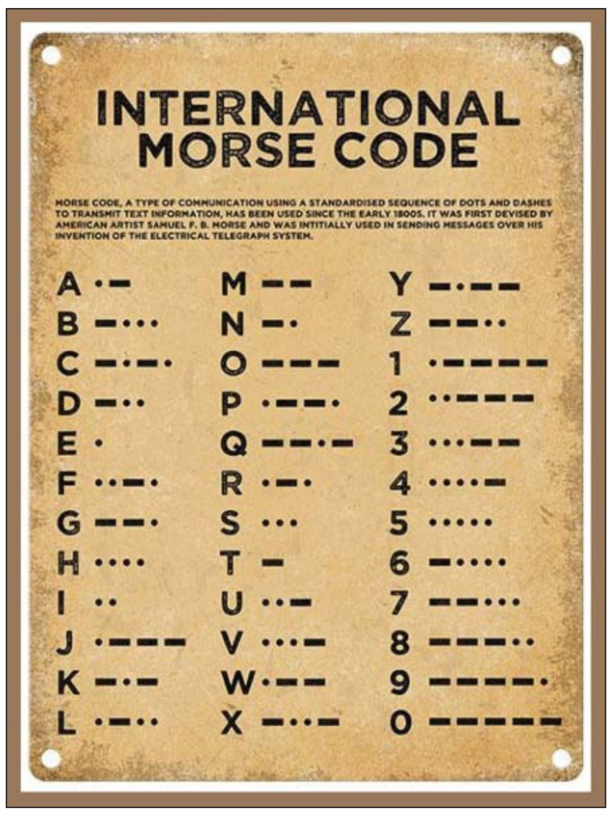

সাধারণত ২টি উপাদানের মাধ্যমে কিছু প্রকাশ করতে আরো ৩টি উপাদান দরকার হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে কিছু প্রকাশ করতে প্রকৃতপক্ষে ৫টি উপাদান দরকার। উপাদানগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-
(.) যাকে 'ডট' বা 'টরে' বলে।
(-) যাকে 'ডেশ' বা 'টক্কা' বলে।
ডট এবং ডেশের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান। (ফাঁকা স্থানটাই উপাদান)
২টি বর্ণের মধ্যের ফাঁকা স্থান। ২টি শব্দের মধ্যের ফাঁকা স্থান।
উপরিউক্ত উপাদানগুলোই বিভিন্ন বিন্যাসে ব্যবহার করে মোর্স কোডের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। মোর্স কোডের উপাদান ৫টি হলেও যেহেতু এর মূল উপাদান ২টি তাই একে বাইনারির মাধ্যমও প্রকাশ করা যায়।
মোর্স কোড স্যামুয়েল মোর্স এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্যামুয়েল মোর্স ১৮৪০ সালে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ যোগাযোগের জন্য প্রথম এ কোড তৈরি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডেরাল কমিউনিকেশন কমিশন এখনও সামুদ্রিক যোগাযোগের জন্য মোর্স কোড ব্যবহার করে।

হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লুকিয়ে রাখবেন যেভাবে

আপনজন ডেস্ক: মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা সুরক্ষায় চ্যাট লক করার সুবিধা আনছে মেটা। এতে আপনার নির্দিষ্ট চ্যাটগুলো গোপন রাখতে পারবেন।
যে চ্যাটগুলো ব্যক্তিগত সেগুলো আপনি চাইলে লুকিয়ে রাখতে পারেন। অনেকসময় এমন হয় যে অফিসের কম্পিউটারে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছেন, সেখানে চ্যাট ওপেন রাখলে অন্যরা দেখে নিচ্ছে কার সঙ্গে আপনার কি কথা হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এমন পরিস্থিতিতে পড়তে না চাইলে ব্যক্তিগত চ্যাট লুকিয়ে রাখুন।
দেখে নিন উপায়-
প্রথমে আপনার স্মার্টফোনের হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করুন। যে চ্যাট লুকাতে হবে, সেখান থেকে সার্চ করতে হবে।
মেনু খুলতে চ্যাট অপশনে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে এরপর মেনু থেকে 'লক চ্যাট' সিলেক্ট করতে হবে। এরপর 'কন্টিনিউ' অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং চ্যাট লক করতে নিজেদের আঙুলের ছাপ বা মুখের ছবি দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে।
এবার উপরের ডানদিকে কোণে তিনটি বিন্দুতে ক্লিক করুন।
এরপর 'চ্যাট লক সেটিংস' সিলেক্ট করতে হবে।
'সিক্রেট কোড' অপশনে ক্লিক করুন। নিজেদের লক করা চ্যাট ফোল্ডার অ্যাক্সেস করতে আপনার পছন্দমতো কোড লিখুন। এরপর 'নেক্সট' অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং 'ডান' অপশনে ক্লিক করুন।
এবার 'হাইড লকড চ্যাটস' এনাবেল করুন, এতে আপনার লক করা চ্যাট ফোল্ডারটি হোয়াটসঅ্যাপ হোম পেজ থেকে হাইড হয়ে যাবে।
এরপর লক করা চ্যাট ফোল্ডার অ্যাক্সেস করতে হোয়াটসঅ্যাপের হোম পেজে সার্চ বার অপশনে গিয়ে নিজেদের 'সিক্রেট কোড' এন্টার করুন।

চাঁদ থেকে রহস্যজনক বস্তু আনলেন চিনা বিজ্ঞানীরা!

আপনজন ডেস্ক: সেই নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা রাখার পর থেকে চাঁদ যেন চলে এসেছে মানুষের অতি নিকটে। সৌরজগতের অজানা সব তথ্য জানতে মহাকাশচারীরা বার বার চাঁদে ভ্রমণ করে। আর এরই ধারাবাহিকতায় এবার চাঁদে ভ্রমণ করে এক রহস্যজনক বস্তু নিয়ে এসেছে বলে দাবি করেছে চীনা বিজ্ঞানীরা।
চীনা বিজ্ঞানীদের বরাত দিয়ে স্কাই নিউজ এক প্রতিবেদনে জানায়, তারা চাঁদ থেকে বিশেষ নমুনা সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে থাকতে পারে ২৫ লাখ বছর পুরোনো এক আগ্নেয়শিলা।
চীনের তৈরি নভোযান চ্যাং-ই-৬ পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এর মধ্যদিয়ে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দূরবর্তী পাশ থেকে নমুনা নিয়ে ফিরে আসার কৃতিত্ব অর্জন করেছে চীন।

মঙ্গলবার (২৫ জুন) স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের উত্তরে 'ইনার মঙ্গোলিয়া' অঞ্চলে চ্যাং-ই-৬ প্রত্যাবর্তন করে। এটি চলতি মাসের শুরুতে চাঁদ থেকে সংগ্রহ করা নমুনা নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে।
চীনা বিজ্ঞানীদের দাবি, এ নমুনার মধ্যে ২৫ লাখ বছরের পুরোনো এক আগ্নেয়শিলা থাকতে পারে। এর মধ্যদিয়ে তারা মনে করছেন, চাঁদের দুদিকে ভৌগোলিক পার্থক্য নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলোর রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে।
চাঁদের কাছের পৃষ্ঠ, যা সব সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে, তা তুলনামূলক সমতল। এর মধ্যে আঘাত থেকে তৈরি গর্তের সংখ্যাও কম। আর চাঁদের দূরবর্তী পাশ সবসময় পৃথিবীর বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে; তাতে রয়েছে অসংখ্য গর্ত।
স্কাই নিউজ বলছে, নমুনাগুলো আকাশপথে বেইজিংয়ে পাঠানোর পর সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবেন চীনা ও বিদেশি বিজ্ঞানীরা।

মেড বাই গুগল আয়োজনে নতুন যেসব ঘোষণা আসছে

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ১১টায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট ভিউয়ের শোরলাইন অ্যাম্ফিথিয়েটারে 'মেড বাই গুগল ইভেন্ট' এর আয়োজন করবে গুগল। বার্ষিক এ আয়োজনে বরাবরই নতুন প্রযুক্তি ও পণ্য বাজারে আনার ঘোষণা দিয়ে থাকে গুগল। এবারের অনুষ্ঠানে 'গুগল পিক্সেল ৯' সিরিজের স্মার্টফোন আনার ঘোষণা দিতে পারে গুগল। অ্যান্ড্রয়েড ১৫ অপারেটিং সিস্টেম উন্মুক্তের ঘোষণাও আসতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে প্রযুক্তি বিশ্বে। মেড বাই গুগল ইভেন্টে যেসব প্রযুক্তি ও পণ্যের ঘোষণা আসতে পারে, সেগুলো দেখে নেওয়া যাক।

পিক্সেল ৯ সিরিজ
গুগল পিক্সেল ৯ সিরিজের বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন এর আগে ফাঁস হলেও এবারের মেড বাই গুগল ইভেন্টে সিরিজের সবগুলো ফোন আনার ঘোষণা আসতে পারে। এটি অনেকটাই নিশ্চিত বলে জানা গেছে। এ সিরিজে রয়েছে গুগল পিক্সেল ৯, পিক্সেল ৯ প্রো এবং পিক্সেল ৯ প্রো এক্সএল। এ সিরিজের ফোনে থাকবে টেনসর জি৪ চিপসেট এবং ফোনের ক্যামেরা দেখতে হবে পিল আকৃতির। এ ছাড়া পিক্সেল ৯ প্রো ফোল্ড মডেলের ফোল্ডেবল ফোনটির ঘোষণাও আসতে পারে।

অ্যান্ড্রয়েড ১৫
সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড ১৫ এর ঘোষণা আসতে পারে এ আয়োজনে। নতুন এ অপারেটিং সিস্টেমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অনেক নতুন সুবিধা যুক্ত হতে পারে। চলতি বছরের গুগল ডেভেলপার সম্মেলনে অ্যান্ড্রয়েড ১৫–এর অনেক এআই সুবিধা দেখানো হয়েছে।

নতুন এআই সুবিধা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অ্যাড মি সুবিধার ঘোষণা আসতে পারে। গুগল পিক্সেল ৯ সিরিজে এ সুবিধা যুক্ত হতে পারে। এ সুবিধার ফলে একটি গ্রুপ ছবিতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেককে যোগ করা যাবে। এ ছাড়া উইন্ডোজ রিকলের মতো পিক্সেল স্মার্টফোনে স্ক্রিনশট নামে একটি এআই সুবিধা যুক্ত হতে পারে।

পিক্সেল বাডস প্রো ২
দুই বছর আগে গুগলের পিক্সেল বাডস প্রোর ঘোষণা দেওয়া হয়। এবারের মেড বাই গুগল ইভেন্টে ঘোষণা আসতে পারে পরবর্তী সংস্করণ পিক্সেল বাডস প্রো ২ এর। চারটি রংসহ এই বাডসে এএনসি এবং ট্রান্সপারেন্ট এই দুটি মোড ব্যবহার করা যাবে। এর ব্যাটারিও হতে পারে বড়।

পিক্সেল ওয়াচ থ্রি
পিক্সেল ওয়াচের হালনাগাদ সংস্করণ পিক্সেল ওয়াচ থ্রির ঘোষণা আসতে পারে মেড বাই গুগল ইভেন্টে। পিক্সেল ওয়াচ থ্রির ডায়ালের আকার হতে পারে ৪১ মিলিমিটার এবং ৪৫ মিলিমিটার এই দুটি সংস্করণের। নকশায় পুরোনো সংস্করণ পিক্সেল ওয়াচ টুকে অনুসরণ করা হতে পারে। পাতলা বেজেলসহ পিক্সেল ওয়াচ থ্রির ওএলইডি পর্দা হতে পারে ২ হাজার নিটসের।

আকাশে এবার হাইড্রোজেন চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি

আপনজন ডেস্ক: অনেক বছর ধরেই বিকল্প যান হিসেবে উড়ন্ত ট্যাক্সি নিয়ে গবেষণা চলছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা উড়ন্ত ট্যাক্সি নিয়ে কাজ করছে। এবার নতুন এক উড়ন্ত ট্যাক্সির কথা জানা যাচ্ছে। এটি ভিন্ন ধরনের জ্বালানির মাধ্যমে চলে। হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি বা ফ্লাইং ট্যাক্সি যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা শুরু করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশে একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি ৫৬১ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রেকর্ড করেছে। উড়ন্ত ট্যাক্সি থেকে কার্বনের বদলে পানি নির্গমন হয়। প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত এই ট্যাক্সি দীর্ঘতম উড়ালের রেকর্ড করেছে। বাজার বিশ্লেষকদের হিসাবে, ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে উড়ন্ত ট্যাক্সি বাণিজ্যিকভাবে চালু হবে। আর ২০২৮ সালের মধ্যে উড়ন্ত ট্যাক্সি যুক্তরাজ্যের আকাশে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। জোবি এভিয়েশনের নকশা করা একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি হাইড্রোজেনের একটি ট্যাংক ব্যবহার করে ৫৬১ মাইল ভ্রমণ করেছে। এতে হাইড্রোজেন জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ থেকে জলীয় বাষ্প ছাড়া অন্য কোনো কিছু নির্গত হয় না। জোবির প্রতিষ্ঠাতা জোবেন বেভার্ট বলেন, কল্পনা করুন, সান ফ্রান্সিসকো থেকে সান ডিয়েগো, বোস্টন থেকে বাল্টিমোর কিংবা ন্যাশভিল থেকে নিউ অরলিন্স পর্যন্ত বিমানবন্দরে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই উড়ন্ত ট্যাক্সিতে যাচ্ছেন। এই ট্যাক্সি থেকে পানি বা জলীয় বাষ্প ছাড়া কোনো কিছুই নির্গমন হচ্ছে না। এবারই প্রথম উড়ন্ত ট্যাক্সি আকাশে ওড়েনি, এর আগে নানা নকশার উড়ন্ত ট্যাক্সি দেখা গেছে। জোবির উড়ন্ত ট্যাক্সি জ্বালানিশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলাদা। জীবাশ্ম জ্বালানি বা বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে হাইড্রোজেন-নির্ভর বৈদ্যুতিক শক্তিব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছে নতুন এই উড়ন্ত ট্যাক্সিতে। একবার চার্জ করলে ৫২৩ মাইল ভ্রমণ করতে পারে উড়ন্ত ট্যাক্সি। ৪০ কেজি ওজনের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল উড়ন্ত ট্যাক্সিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। হাইড্রোজেন ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে, এ ধরনের জ্বালানি উড়ন্ত ট্যাক্সিকে রিফুয়েলিং বা নতুন করে জ্বালানি ব্যবহার না করেই দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে দেয়।
হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি বিভিন্ন দেশের মধ্যে চালানোর সুযোগ থাকবে বলে নির্মাতারা জানিয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই উড়ন্ত ট্যাক্সি বিক্রির জন্য বাজারে আসবে।

অ্যানড্রয়েড ১৪ ভার্সনের চমকপ্রদ ১৫ ফিচার

আপনজন ডেস্ক: জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম অ্যানড্রয়েডের হালনাগাদ সংস্করণ চলছে ১৪। এই আপডেট ভার্সনে বেশ কিছু চমকপ্রদ ফিচার রয়েছে। যা অত্যাধুনিক ও প্রয়োজনীয়। অ্যানড্রয়েড ১৪ ভার্সন চালিত স্মার্টফোনের ১৫টি বিশেষ ফিচার সম্পর্কে জেনে নিন-
১. গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা অ্যাপ বা গেমসগুলো যাতে সিস্টেম এবং প্রাইভেসি প্রতিশ্রুতি মতোই ব্যবহার করে সেই বিষয়ে খেয়াল রাখবে 'Play Protect'।
২. অ্যানড্রয়েড ১৪ প্ল্যাটফর্মে ম্যাগনিফায়ার, ফন্ট সাইজ কুইক সেটিংসের মতো অপশন রয়েছে যা কানে কম শোনা ও চোখে ঝাপসা দেখা ব্যবহারকারীদের এবং বয়স্কদের জন্য ফোন ব্যবহার আরও সহজ করে তোলে।
৩. অ্যানড্রয়েড ১৪ এ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ব্যবহার করা যাবে। এর মাধ্যমে ফোনে এআই জেনারেটেড ওয়ালপেপার সেট করা যাবে। এছাড়া গোটা ওএস জুড়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থিমও সেট করা যাবে।
৪. ফোনে অ্যানড্রয়েড ১৪ ইনস্টল করলে ফোনটি একটি ওয়েবক্যামের মতো ব্যবহার করা যাবে। ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোন কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করে ফোনটির ক্যামেরা পিসি ওয়েবক্যাম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
৫. মোবাইল ফটোগ্রাফারদের জন্য অ্যানড্রয়েড ১৪ এ Ultra HDR আনা হয়েছে। এই ফিচার ফোনের ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবিতে ভাইব্রেন্ট কালার, ব্রাইটার হাইলাইট ও ডিপার শ্যাডোর মতো বিষয়গুলিতে কাজ করবে। এর ফলে ছবি আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।
৬. মোবাইল ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য অ্যানড্রয়েড ১৪ এ Health Connect এর মতো অপশন দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ফিটনেস ও ওয়েলনেস প্রোগ্রেস ট্র্যাক এবং কন্ট্রোল করার সুবিধা পাওয়া যাবে।
৭. গুগল নতুন অপারেটিং সিস্টেমে accessibility Data Sensitive যোগ করেছে। এই ফিচার বিভিন্ন অ্যাপকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এবং সীমিত অ্যাক্সেসিবিলিটি সার্ভিসেস ব্যবহারের পারমিশন দেবে।
৮. অ্যানড্রয়েড ১৪ এ হিয়ারিং এইড ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার যোগ করা হয়েছে। এই ধরনের মানুষদের জন্য ডেডিকেটেড সেটআপ ফ্লো এবং হিয়ারিং এইড কন্ট্রোলের কুইক শর্টকাট অ্যাক্সেসের মতো অপশন দেওয়া হয়েছে।
৯. TalkBack এর মতো অন্যান্য সার্ভিসেস শারীরিকভাবে অক্ষম মোবাইল ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত সেবা তো দেবেই, এছাড়াও থার্ড পার্টি অ্যাপের হাত থেকে তাদের ডেটা সুরক্ষিতও রাখবে।
১০. এতে ফোন ব্যবহারকারীর পার্সোনাল ডিটেইলস এবং প্লেইন টেক্সট পাসওয়ার্ডের মতো ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ ডেটা প্রটেক্ট করা হবে। এর পাশাপাশি ব্যাংকিং ট্রানজংকশন, মানি ট্রান্সফার এবং শপিং অ্যাপ ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা হবে।
১১. ফোনের থিম এবং ট্রানজিশন আকর্ষণীয় হলে ফোন ব্যবহারের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায়। গুগল অ্যানড্রয়েড ১৪ এ গ্রাফিক্স ক্যাপাবিলিটি আরও বাড়িয়েছে। অ্যাপ ওপেন, অ্যাপ সুইচ ও উইজেটস আগের চেয়েও স্মুথ কাজ করবে।
১২. নতুন অ্যানড্রয়েড ভার্সনে লক স্ক্রিনে অ্যাপ শর্টকাট অ্যাক্সেস করা যাবে এবং এতে ফন্ট কালার, লেআউট এবং উইজেটস সহ বেশ কিছু পরিবর্তনও করা যায়।
১৩. ফোনের বিভিন্ন অ্যাপে আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহারের জন্য Per-app language preferences ফিচার রয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে আর গোটা ফোন একটি মাত্র ভাষায় চলবে না।
১৪. New back arrow এর সাহায্যে জেসচার ন্যাভিগেশন আগের চেয়ে সহজ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ওএসে কোনো উইন্ডো থেকে ব্যাক যাওয়ার জন্য 'ব্ল্যাক অ্যারো' দেওয়া হয়েছে।
১৫. sharesheets এবং push Dynamic Shortcut এর মতো নতুন অপশনগুলো ফোনের ফাইল অ্যাপের মাধ্যমে শেয়ার করা আরও সহজ করে তুলেছে। এর সঙ্গে ডাইরেক্ট শেয়ারের মতো ফিচার সিঙ্গেল ট্যাপে ফাইল শেয়ার করার সুযোগ দেয়।

টেবিল টেনিস খেলছে গুগলের রোবট

আপনজন ডেস্ক: টেবিল টেনিস খেলতে সক্ষম রোবট তৈরি করেছেন গুগলের ডিপমাইন্ড প্রকল্পের প্রকৌশলীরা। আপাতত পেশাদার খেলোয়াড়দের মতো পারদর্শী না হলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বেশ ভালোভাবেই টেবিল টেনিস খেলতে পারে রোবটটি। এ বিষয়ে এক গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেছেন ডিপমাইন্ড প্রকল্পের প্রকৌশলীরা। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এআই-নিয়ন্ত্রিত রোবটটি মানুষের মতোই অন্যদের সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলতে পারে। আর তাই রোবটটির কাছে প্রায় ৫৫ শতাংশ খেলোয়াড়ই পরাজিত হয়। তবে বল একটু ওপরে গেলে রোবটটি ঠিকমতো খেলতে পারে না। ফলে যাঁরা ভালো টেবিল টেনিস খেলেন, তাঁদের কাছে পরাজিত হয় রোবটটি।

মারা গেলেন ইউটিউবের সাবেক সিইও সুসান ওজসিকি

শেষ ম্যাচে ইন্ডিয়ান নেভিকে হারালেও ডুরান্ড থেকে বিদায় নিল মহামেডান স্পোর্টিং

আপনজন ডেস্ক: শিল্পগোষ্ঠী শ্রাছী যখন মহাডেমানের স্পন্সর হয়ে তাদের অর্থনৈতিক দশা ঘোচানোর আশা জাগানোর মাঝে শেষ রক্ষা হয়নি ডুরান্ডে। ডুরান্ড কাপ থেকে ছিটকে গেছিল মহামেডান স্পোর্টিং। যদিও নিয়মরক্ষার ম্যাচে মহামেডান ১-০ গোলে জিতে ডুরান্ড কাপ থেকে বিদায়ের ক্ষতে কিছুটা হলেও মলমের প্রলেপ দিল।ডুরান্ড কাপ মহামেডানের শুরু হয় ড্র করে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকেই বিদায় নেয় তারা। ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটি ছিল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে কার্যত নিয়মরক্ষার। আর সেই ম্যাচে ১-০ গোলে জিতল তারা। ইন্ডিয়ান নেভিকে শেষ ম্যাচে মহামেডান হারালেও সেই ছিটকেই যেতে হল ইসরাফিলদের। এদিন ম্যাচের ২৪ মিনিটে, সুজিত সিংয়ের দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায় মহামেডান স্পোর্টিং। কর্নার থেকে ফিরতি বলে বাঁ-পায়ের বাঁকানো শটে সুজিত ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে গোল করে যান। তবে এগিয়ে গিয়েও মহামেডান স্পোর্টিং আর গোল সংখ্যা বাড়াতে পারল না।
ডুরান্ডে কাপে অভিযান শেষ হয়ে গেল সাদাকালো ব্রিগেডের। আর অপরদিকে কলকাতা লিগেও খুব একটা ভালো খেলতে পারছে না মহামেডান। এবার সামনে আইএসএল। তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে তারা। বুধবার সকালে শহরে পা রাখছেন দলের হেডকোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। আগামী ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হবে মহামেডানের অনুশীলন।
ডুরান্ডে মহামেডান সমর্থকরা অনেক আশা করছিলেন। কিন্তু তারা নিরাশ হয়েছে। শেষ ম্যাচে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী প্রতিপক্ষ পেয়েও ডানা মেলতে পারল না মহামেডান। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকেই বিদায় নেয় তারা। আর ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটি ছিল মহামেডানেরর কাছে ছিল নিয়মরক্ষার। যদিও সেই ম্যাচে তারা ১-০ গোলে জিতেছে।

পিএফএ বর্ষসেরার দৌড়ে কি হলান্ড-ফোডেন লড়াই

আপনজন ডেস্ক: টানা দ্বিতীয়বারের মতো প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনসের (পিএফএ) বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা আর্লিং হলান্ড। এই তালিকায় মোট ছয় ফুটবলারের একজন হলান্ড। তাঁর সঙ্গী হিসেবে আছেন সিটির দুই সতীর্থ ফিল ফোডেন ও রদ্রি। চেলসি থেকে জায়গা করে নিয়েছেন স্ট্রাইকার কোল পালমার। তালিকায় বাকি দুজন আর্সেনাল অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড ও অ্যাস্টন ভিলা ফরোয়ার্ড ওলি ওয়াটকিনস।
ইংলিশ ফুটবলের বর্ষসেরা পারফরমারকে দেওয়া এই পুরস্কার সর্বশেষবার জিতেছেন হলান্ড। ২০২২-২৩ মৌসুমের মতো দাপুটে না হলেও সর্বশেষ মৌসুমে ইংল্যান্ডের ক্লাব ফুটবলে সেরা তারকাদের একজন হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুমে সর্বোচ্চ ২৭ গোল করেন তিনি। দলের হয়ে জিতেছেন লিগ শিরোপাও। তাই এই তালিকায় হলান্ডের থাকাটা একেবারেই অনভিপ্রেত নয়।
টানা দ্বিতীয়বার পুরস্কারটি জয়ের পথে হলান্ডের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারেন ফোডেন। দুইবারের পিএফএ তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা ফোডেন স্বপ্নের মতো একটা মৌসুম কাটিয়েছেন। সিটির অনেক জয়ে সরাসরি অবদানও রেখেছেন। যে কারণে এর আগে ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এফডব্লিউএ) পুরস্কারও উঠেছিল তাঁর হাতে। এখন ফোডেনের হাতে পিএফএর বর্ষসেরা পুরস্কারের ট্রফি ওঠে কি না, সেটা দেখার অপেক্ষা।
সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাওয়া সিটির তৃতীয় খেলোয়াড় হলেন রদ্রি। গত মৌসুমে সিটির মিডফিল্ডকে ক্ষুরধার রেখেছিলেন রদ্রি। প্রচুর আক্রমণের ভিতও গড়ে দিয়েছেন। সিটির পাশাপাশি স্পেনকে ইউরোও জিতিয়েছেন। কেউ কেউ তো তাঁকে ব্যালন ডি'অরের যোগ্যও মনে করেন।
গত মৌসুমে অন্যতম চমক ছিল চেলসির পালমার। সিটি থেকে এসে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, চেলসিকে পথ দেখিয়েছেন। সরাসরি গোলে অবদান বিবেচনা করলে বাকিদের চেয়ে বেশ এগিয়ে পালমার। যেখানে ২২ গোলের সঙ্গে আছে ১১টি অ্যাসিস্ট।
৮ গোল করা আর্সেনাল অধিনায়ক ওডেগার্ডকেও রাখা হয়েছে এ তালিকায়।
আর্সেনালের হয়ে শিরোপা জিততে না পারলেও মৌসুমজুড়ে ওডেগার্ড ছিলেন দুর্দান্ত। দলকে জেতাতে একাধিকবার ভূমিকা রেখেছেন। অ্যাস্টন ভিলার হয়ে লিগে ১৯ গোল ও ১৩টি সহায়তা করা ওয়াটকিনসের জন্য অবশ্য বাকিদের পেছনে ফেলে পুরস্কার জেতা বেশ কঠিনই।
নারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকার ছয়টি স্থান ভাগাভাগি করে নিয়েছে সিটি ও চেলসি। চেলসি থেকে জায়গা পাওয়া তিনজন হলেন এরিন কাথাবার্থ, লরেন জেমস ও নিমা চার্লস। আর সিটি থেকে যে তিনজনকে জায়গা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন বানি শ, লরেন হেম্প ও ইউয়ি হাসেগাওয়া।

শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ হলেন ইয়ান বেল

আপনজন ডেস্ক: ইয়ান বেলকে ইংল্যান্ড সফরে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজের শেষ পর্যন্ত তিনি কাজ করবেন বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বেলকে নিয়োগ দেওয়া প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী অ্যাশলি ডি সিলভা বলেছেন, 'সেখানকার কন্ডিশনের ব্যাপারে জ্ঞান দিয়ে খেলোয়াড়দের সহায়তা করতে আমরা ইয়ানকে নিয়োগ দিয়েছি। তাঁর ইংল্যান্ডে খেলার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর ইনপুট এ গুরুত্বপূর্ণ সফরে আমাদের দলকে সহায়তা করবে।'
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ২১ আগস্ট। এর আগে ১৬ আগস্ট থেকে বেল কাজ শুরু করবেন বলে জানানো হয়েছে। ২০২০ সালে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে অবসর নেওয়ার পর থেকেই কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত বেল। এর আগে ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ দল ও ইংল্যান্ড লায়নস ('এ' দল) দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন ১১৮ টেস্টে ৭৭২৭ রান করা ও ২২টি সেঞ্চুরির মালিক বেল। এ ছাড়া বিগ ব্যাশের দল বিগ ব্যাশের সহকারী কোচ, কাউন্টি দল ডার্বিশায়ারের পরামর্শক এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড দলের সহকারী কোচ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডসের সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বেল এ মুহূর্তে দ্য হানড্রেডের বার্মিংহাম ফিনিক্সের কোচ হিসেবে আছেন। বেলের শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব নেওয়া প্রসঙ্গে বার্মিংহামের হয়ে খেলা ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান জেমি স্মিথ বলেছেন, 'সে আমাকে কয়েকবারই মনে করিয়ে দিয়েছে, এ সিরিজে সে আমাদের প্রতিপক্ষ দলে থাকবে।'
ইংল্যান্ড সফরে শ্রীলঙ্কার টেস্ট তিনটি হবে ম্যানচেস্টার (২১-২৫ আগস্ট), লর্ডস (২৯ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর) ও ওভালে (৬-১০ সেপ্টেম্বর)। গত সপ্তাহেই ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে অধিনায়ক করে এ সিরিজের দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা, যারা ২০১৪ সালের পর থেকে ইংল্যান্ডের মাটিতে কোনো সিরিজ জেতেনি।

অবসর ভেঙে ক্রিকেটে ফিরতে চান কিংবদন্তি অ্যান্ডারসন

আপনজন ডেস্ক: হাতের জাদু দেখানো এখনো শেষ হয়নি জেমস অ্যান্ডারসনের। এমনটাই মনে করছেন ইংল্যান্ডের সদ্য সাবেক হওয়া কিংবদন্তি পেসার। তাই তো আবারো ক্রিকেটে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
টেস্ট ক্রিকেট যেখানে শুরু করেছিলেন সেই লর্ডসেই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন অ্যান্ডারসন।
গত ১০ জুলাই লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বিদায়ী টেস্ট খেলার পরেই নতুন ভূমিকায়ও দেখা গেছে তাকে। ইংল্যান্ড দলের পেসারদের মেন্টর বা পরামর্শক হয়েছেন তিনি।
তবে দীর্ঘ ২২ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানার পর অ্যান্ডারসনের মনে হচ্ছে এখনো অনেক কিছু দেওয়ার বাকি রয়েছে। নিজেকে এখন বেশ ফিট মনে করায় ফিরতে চাচ্ছেন টি-টোয়েন্টি সংস্করণে।
১৮৮ টেস্টে ৭০৪ উইকেট নেওয়া পেসার প্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে বলেছেন,' কিছুটা অস্বীকার করতে পারি। কারণ আমি ভালো করেই জানি ইংল্যান্ডের হয়ে আবারো খেলা হবে না। তবে আমি মনে করি আমার আসল ক্যারিয়ার নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি।'
ফ্র্যাঞ্চইজি লিগ আবারো তাকে ক্রিকেটে ফিরতে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে বলে জানিয়েছেন অ্যান্ডারসন।
৪২ বছর বয়সী পেসার বলেছেন,'এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা হয়নি বলেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নিয়ে সত্যিই কিছুটা কৌতূহল আছে। এ বছরের হাড্রেডে বল চারপাশে সুইং করতে দেখে আমার মনে হচ্ছে এখানে খেলতে পারি।'
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে খেলাটা দারুণ হবে বলে মনে করছেন অ্যান্ডারসন। সবশেষ ২০১৪ সালে এই সংস্করণে খেলা ইংলিশ পেসার বলেছেন,'জানি এ সংস্করণে খেলেছি এবং আমার বয়স বাড়তেই থাকবে। তবে সত্যি অনুভব করছি, ক্রিকেটের এই সংস্করণে খেলা আমার জন্য যথেষ্ট ভালো হবে।

অভিমান অতীত, আসন্ন মরশুমে রঞ্জিতে বাংলার জার্সি গায়ে নামবেন ঋদ্ধি

আপনজন ডেস্ক: ঋদ্ধি যুগ ফিরছে আবার বাংলায়। ঘরের ছেলে ফিরলেন আবার ঘরেই। আগামী মরশুমে বাংলার জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন জাতীয় ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা।
খারাপ সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও, হার না মানা মনোভাব দেখিয়ে গেছেন তিনি বারবার। সেই শিলিগুড়ির পাপালি এবার ফের বাংলার হয়ে ২২ গজে নামতে চলেছেন। মাঝের ২ বছর অবশ্য বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা চলে যান তিনি।
কিন্তু আবারও বাংলার জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যাবে ঋদ্ধিমান সাহাকে। এদিন ইডেনের তিনতলার প্রেস কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ঋদ্ধি। সঙ্গে ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এবং সচিব নরেশ ওঝা।
ঋদ্ধি বলেন, "আগে কী হয়েছে, সেটা আর আমার এখন মনে নেই। অতীতে কী ঘটেছে কিংবা ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা নিয়ে এখন আর আমি ভাবি না। আমি শুধু বর্তমান নিয়েই থাকতে চাই। তাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য হল রঞ্জি ট্রফি। তাই সেটাতেই ফোকাস করছি।"
সূত্রের খবর, সম্ভবত এটিই ঋদ্ধির ক্রিকেট জীবনের শেষ মরশুম হতে চলেছে। তারপর ক্রিকেটকে হয়ত বিদায় জানাতে পারেন তিনি। ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার অবশ্য জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেদিন অবসর নেবেন সেদিন সব ফরম্যাট থেকেই খেলা ছেড়ে দেবেন।
ঋদ্ধির কথায়, "আমি সবসময় দলকে প্রাধান্য দিতে চাই। দলের ভালোর জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি।" অপরদিকে সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় জানান, "রঞ্জি শুরু হতে এখনও প্রায় ২ মাস মতো সময় বাকি আছে। ফলে, টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর অধিনায়ক নির্বাচন করা হবে।"
প্রসঙ্গত, আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে বাংলা। তার আগে প্রস্তুতি সারছে গোটা দল। বুধবার, দুবরাজপুরে বাংলা টিম যাচ্ছে প্রাক্-মরশুম প্রস্তুতি সারতে। সেখানে প্রায় ২ সপ্তাহের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচও খেলার কথা রয়েছে বাংলার।

সোনাজয়ী অ্যাথলেটকে বরণ করে নিতে বতসোয়ানায় অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট মকগিউয়িতসি মাসিসি আজ বিকলে ছুটি ঘোষণা করেছেন দেশটিতে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের এই দেশকে অলিম্পিকে প্রথম সোনা জিতিয়েছেন লেতসিলে তেবোগো। প্যারিস অলিম্পিকে ২০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জেতেন তিনি। তাঁকে উৎসবের মাধ্যমে বরণ করে নিতেই বতসোয়ানায় আজ অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
প্যারিস অলিম্পিকে সোনা ও রুপা মিলিয়ে দুটি পদক জিতেছে বতসোয়ানা। তাদের অলিম্পিক দল দেশে ফিরবে আজ। প্যারিসে তেবোগোর ব্যক্তিগত সোনা জয় ছাড়াও ছেলেদের ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে রুপা জিতেছে বতসোয়ানা। অলিম্পিকে এ নিয়ে মোট চারটি পদক জিতল দেশটি। গত বৃহস্পতিবার ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেনি বেডনারেক ও নোয়াহ লাইলসকে হারিয়ে সোনা জেতেন তেবোগো। আফ্রিকান রেকর্ড ১৯ দশমিক ৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম আফ্রিকান হিসেবে সোনা জেতেন ২১ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট। তেবোগো সোনা জয়ের পরের দিন (৯ আগস্ট) বতসোয়ানায় অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট মাসিসি। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অলিম্পিক দলকে বরণ করে নিতে বিমানবন্দরে থাকবেন প্রেসিডেন্ট মাসিসি।
নামিবিয়ার ফ্রেঙ্কি ফ্রেডেরিকসের পর দ্বিতীয় আফ্রিকান হিসেবে অলিম্পিকে ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড়ে পদক জিতলেন তেবোগো। ১৯৯৬ আটলান্টা অলিম্পিকে এই ইভেন্টে রুপা জিতেছিলেন ফ্রেডেরিকস।
২০১২ লন্ডন গেমসে অলিম্পিকে প্রথম পদকের দেখা পায় বতসোয়ানা। ৮০০ মিটার দৌড়ে রুপা জিতেছিলেন নাইজেল আমোস। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ছেলেদের ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে বতসোয়ানা।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বিরাট সাফল্য জেলার ক্ষুদেদের! মুর্শিদাবাদ খুশির হাওয়া

আপনজন ডেস্ক: মুর্শিদাবাদের ক্ষুদেদের কীর্তিতে খুশি জেলাবাসী। আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় তাদের ঝুলিতে সোনা সহ বেশ কয়েকটি পদক এবার মুর্শিদাবাদে। ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও রুপার পদক অর্জন করলো বড়ঞার কৃতী দুই সন্তান তারিক বিন আলম এবং তার দিদি আরিয়াহ বিনতে আলম এরা মায়ের চাকরি সূত্রে বহরমপুরে থাকে বাবা জানে আলম ফারাক্কা ব্লকের নুরজাহানারা স্মৃতি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। এদের বাড়ি বড়ঞা ব্লকের মানিকপুর গ্রামে। বড়ঞার কৃতী সন্তান জানে আলমের ছেলে তারিক বিন আলম এবং তার দিদি আরিয়াহ বিনতে আলম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও রুপার পদক জিতেছে। ২৬-২৮ জুলাই কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৮ম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ 'ইন্ডিয়ান চ্যালেঞ্জার্স কাপ' ২০২৪-এ তারা নিজেদের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। সাত বছরের ছোট্ট তারিক, যিনি ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে সোনা জিতেছেন, ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে তার মেধা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার বোন আরিয়াহ বিনতে আলমও রুপার মেডেল জিতে তার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মায়ের নাম মাহমুদা সুলতানা, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা। বহরমপুরের মাউন্ট লিটারা জি স্কুলের শিক্ষার্থী তারিক ও আরিয়াহ দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে ১০০% উপস্থিতি ধরে রেখে পুরস্কৃত হয়েছেন। তাদের ইচ্ছে তারিক বড় হয়ে ক্যারাটে খেলোয়াড়ের পাশাপাশি রোবট তৈরি করতে চান এবং আরিয়া দেশের প্রশাসনিক কোন কাজে নিযুক্ত হতে চায়, তাদের দুজনেরই প্রিয় সাবজেক্ট বাবার মত গণিত। তাদের কোচ রণদীপ সেনসি তাদের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি।

আলভারেজ ৬ মৌসুমের জন্য মাদ্রিদে

আপনজন ডেস্ক: সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিল আগেই। বাকি ছিল শুধু চুক্তি সই করা। গতকাল সেটাও হয়ে গেল। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ এখন আতলেতিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ৬ মৌসুমের জন্য তাঁকে দলে ভেড়াতে ৮ কোটি ৫০ লাখ ইউরো খরচ করেছে আতলেতিকো। বাংলাদেশের মুদ্রায় অর্থের পরিমাণটা প্রায় ১০৯২ কোটি টাকা।
আলভারেজকে দলে ভেড়ানোর খবরটি এক বিবৃতিতে গতকাল দিয়েছে আতলেতিকো, 'আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের দলবদলের বিষয়ে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। তিনি ছয় মৌসুমের জন্য চুক্তি করেছেন।'
স্পেনের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আলভারেজের জন্য ট্রান্সফার ফি হিসেবে ৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো দেবে আতলেতিকো। এ ছাড়া বোনাস হিসেবে দেবে আরও ১ কোটি ইউরো। ২৪ বছর বয়সী আলভারেজকে ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের আগে রিভার প্লেট থেকে দলে নিতে সিটি খরচ করেছিল মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে সিটিতে নাম লেখানো আলভারেজ দুই মৌসুমে ইতিহাদের ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন দুটি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ। আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা রাখা আলভারেজ এ বছর জাতীয় দলের হয়ে জিতেছেন কোপা আমেরিকার শিরোপাও।
আতলেতিকোর সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার পর সিটির সমর্থকদের কাছ থেকে আলভারেজ বিদায় নিয়েছেন ইতিহাদের ক্লাবটির ওয়েবসাইটে এক বিবৃতি দিয়ে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**